সূচীপত্র

মجلة
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৪৭-৪৮

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সোমবার

সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ, ওমান

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল– ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ৪৭-৪৮
* বার : সোমবার

◈০৮ সেপ্টেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী
◈২৪ ভাদ্র-১৪৩২ বাংলা
◈১৫ রবিউল আউয়াল-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-২২৪৪৫৮৫৫১

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث بينغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কোরআনুল হাকীম :
  - ❖ দু'আ : একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ জিহ্বা ও হাতের আঘাত নয় : শান্তির বার্তা হোক মুসলিমের পরিচয়
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- প্রবন্ধ :
  - ❖ জুমু'আর দিন : মহান রবের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১১
  - ❖ শিশুকাব্য চর্চা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
    মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ১৪
  - ❖ শিক্ষা অর্জনে প্রতিজ্ঞা
    আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৫
  - ❖ তাসবীহ গণনা : অজ্ঞতার অন্ধকারে আর কতদিন?
    জান্নাতুল মহল- ১৯
- নিবন্ধ :
  - ❖ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মায়োপিয়া : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২২
- কাসাসুল কোরআন :
  - ❖ ক্বওমে লূত (আলায়হিস সালাম)-এর অপকর্ম
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫
- বিশেষ মাসায়িল :
  - ❖ কুরআন কি মহান আল্লাহর সৃষ্টি?
    আরাফাত ডেস্ক- ২৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় :
  - ❖ ডিজিটাল মুদ্রা ও ব্লকচেইন : নতুন অর্থনৈতিক বিপ্লব
    মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম- ২৮
- আত্মগঠন :
  - ❖ ... দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা
    মো. মনিরুজ্জামান- ২৯
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ সালাত : রবের সাথে আলাপন
    আব্দুল্লাহ আল আসিফ- ৩৩
- ইতিহাস-ঐতিহ্য :
  - ❖ সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী : বায়তুল মুকাদ্দাস জয়-এর পূর্বে
    নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ- ৩৭
- কবিতা ৩৯
- জমঈয়ত সংবাদ ৪১
- শুব্বান সংবাদ ৪৩
- স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা ৪৫
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৬
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়ত : এক নতুন অভিযাত্রার সূচনা

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” দেশের ধর্মীয় জাগরণ, ইসলামী চিন্তাধারা ও সমাজ সংস্কারে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বহুমুখী প্রতিভাবান ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর হাত ধরে। তাঁর চিন্তার প্রভা, সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রজ্ঞার আলোকরশ্মি সংগঠনের ভিত গড়ে দেয়। এই পথ ধরে সংগঠন যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, তখন এর হাল ধরেন অতুলনীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও দীর্ঘ ৪৩ বছরের সফল নেতৃত্বদানকারী প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর নেতৃত্বে জমঈয়ত কেবল একটি সংগঠন ছিল না; বরং হয়ে উঠেছিল দেশের ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী শক্তি। এ দুই মহাপুরুষের অবদান স্মরণ করলেই সংগঠনের আজকের শক্তিশালী অবস্থান ও সাংগঠনিক বিস্তারের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসেবেই গত ২২ আগস্ট রাজধানীর উত্তরা মডেল টাউনের বাহার অডিটরিয়ামে এক ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, সুশৃংখল ও মর্যাদাপূর্ণ আবহে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের কাউন্সিল। এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর উত্তরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মুহাম্মদ গোলাম রহমান। নির্বাচন হয়েছে যোগ্যতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে –যা ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের মৌলিক নীতি।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক গঠনতন্ত্রের ১১.১০ ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের একজন সহ-সভাপতির সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। কমিশনারগণ সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে সাংগঠনিকভাবে দক্ষ ও নিবেদিত দায়িত্বশীল সমন্বয়ে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর উত্তর জমঈয়ত গঠন করেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক যথার্থই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, নেতৃত্ব হলো এক মহান আমানত। এটি ক্ষমতার প্রতীক নয়; বরং দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার শৃঙ্খল। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত ছাড়া নেতৃত্বে কোনো সাফল্য নেই। এ কথাই যেন নতুন নেতৃত্বের প্রতি এক মহান উপদেশ হয়ে ধ্বনিত হয়েছে।

অধিবেশনে উপদেষ্টা পরিষদের গঠন– যেখানে “বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পদ্মা গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসেনকে প্রধান উপদেষ্টা করে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এটি প্রবীণদের প্রজ্ঞা ও তরুণদের উদ্যমকে এক স্রোতে মিলিয়ে দেওয়ার প্রতীক। এই সমন্বয় যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়, তবে সংগঠন হয়ে উঠবে ইসলামী দা'ওয়াহ, শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ বিনির্মাণের এক কার্যকর শক্তি।

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের যাত্রা আসলে ইসলামের খিদমতের এক নবতর অঙ্গীকার। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজকে সুশৃঙ্খল করা, মানুষকে নৈতিকতার পথে আহ্বান করা এবং দা'ওয়াহ ও সংস্কারের মাধ্যমে জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া –এই হলো নবনির্বাচিত নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব।

আমরা আশা করি, প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং শিক্ষা সংস্কারক প্রফেসর আল্লামা ড. আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে, নতুন নেতৃত্ব সততা, যোগ্যতা ও ত্যাগের মাধ্যমে সংগঠনকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে, যেখানে এটি সত্য, ন্যায় ও ইসলামের উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠবে।

আল্লাহ তা'আলা জমঈয়তের এ খিদমতকে কবুল করুন এবং নব-নির্বাচিত কমিটিকে একান্ত নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আল কোরআনুল হাকীম

দু'আ : একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿اُدْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

বাংলা অনুবাদ

"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারের বশে আমার 'ইবাদত (দু'আ) হতে বিমুখ হয়, অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

اُدْعُوْنِيْٓ -তোমরা আমাকে ডাকো, أَسْتَجِبْ -আমি সাড়া দিব, لَكُمْ -তোমাদের, إِنَّ -নিশ্চয়, الَّذِيْنَ -যারা, يَسْتَكْبِرُوْنَ -তারা অহংকার করে, عَنْ-হতে/থেকে, عِبَادَتِيْ -আমার 'ইবাদত, سَيَدْخُلُوْنَ -অচিরেই তারা প্রবেশ করবে, جَهَنَّمَ -জাহান্নামে, دَاخِرِيْنَ -লাঞ্ছিত অবস্থায়।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কোরআনুল কারীমের ৪০ নম্বর সূরা, সূরা গা-ফির/আল-মু'মিন-এর ৬০ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি কোরআনুল কারীমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ আয়াতে দু'আ কবুলের আশ্বাস দেয়ার হয়েছে এবং দু'আকে মহান আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে যারা দু'আ থেকে বিমুখ তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اُدْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব।"

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত আয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন, তাই এখন এই আয়াতে এমন পথের সন্ধান দেয়া হচ্ছে, যে পথ অবলম্বন করে মানুষ পরকালের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে আয়াতে উল্লেখিত দু'আর অর্থ- 'ইবাদত। যেমন- হাদীসে দু'আকে 'ইবাদত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে–

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

অর্থাৎ- দু'আ হলো একটি 'ইবাদত।[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ﴾

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ 'ইবাদত। কেউ কেউ বলেছেন, দু'আ বলতে দু'আ করাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- মঙ্গল অর্জন ও অমঙ্গল দূরীভূত করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। কারণ, দু'আর আভিধানিক অর্থ- ডাক আর শরীয়তি ও প্রকৃত অর্থ হলো– চাওয়া। দ্বিতীয় অর্থে তার ব্যবহার রূপক। এছাড়াও দু'আর প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে এবং উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে তার অর্থ 'ইবাদতই। কেননা, কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক কিছু কারো কাছে চাওয়া ও প্রার্থনা করাই হলো তার 'ইবাদত করা।[৩] উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো– আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণ এবং সাহায্যের জন্য ডাকা জায়িয নয়। আর 'ইবাদতও আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়িয নয়। কখনও আবার যিক্রকেও দু'আ বলা হয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা গা-ফির/আল-মু'মিন : ৬০।*

[২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৪৭৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৬৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮২৮।*

[৩] *ফাতহুল ক্বাদীর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বলেন, আরাফাতে আমার দু'আ ও পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণের দু'আ এই কালেমা :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ؛ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আর এই কালিমাটি হলো একটি যিক্র। এই হাদীসে এই যিক্রটিকে দু'আ বলা হয়েছে।

দু'আর প্রকারভেদ : দু'আ দুই প্রকার। যথা-

(১) প্রার্থনা বা কিছু পেতে দু'আ করা ও

(২) 'ইবাদতের মাধ্যমে দু'আ করা।

চাওয়া বা প্রার্থনার দু'আ হলো– মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়া। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যা যা করা হয় তাই 'ইবাদত। 'ইবাদতে নৈকট্য লাভের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কেননা যে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে, সে স্বীয় কথা ও অবস্থার ভাষায় তার রবের কাছে উক্ত 'ইবাদত কবুল করার এবং এর ওপর সাওয়াব দেয়ার আবেদন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে দু'আর যত নির্দেশ এসেছে, আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা থেকে যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং দু'আকারীদের যত প্রশংসা করা হয়েছে, সে সবই প্রার্থনার দু'আ ও 'ইবাদতের দু'আকে শামিল করে থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾

"অতএব, তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।"[৪] তিনি আরো বলেন–

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾

"আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[৫]

আলোচ্য আয়াতে দু'আ ও 'ইবাদত শব্দ দু'টিকে সমর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দু'আ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই 'ইবাদত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দু'আই 'ইবাদত আর 'ইবাদতই দু'আ। দারসে উল্লেখিত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা মহান আল্লাহর কাছে যে দু'আ করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দু'আ কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াব দু'টি। যথা-

এক. দু'আ কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোনো না কোনো উপায়ে দু'আ কবুল হয়। যেমন-

(১) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া।

(২) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে আখিরাতের কোনো সওয়াব বা পুরস্কার দান করা এবং

(৩) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া কিন্তু কোনো সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া।

সুতরাং দু'আ করার পর দু'আটি এ যে কোনো একটির হিসেবে কবুল হয়েছে ধরে নিতে হবে।

দুই. নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে যে সকল বিষয়কে দু'আ কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সে সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। হাদীসে দু'আ কবুলের পথে বাঁধা হিসেবে যেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তা হলো–

(১) হারাম খাবার ও হারাম পরিধেয়। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'কোনো এক লোক খুব সফর করে এসে আকাশের দিকে হাত তুলে ইয়া রব, ইয়া রব বলে দু'আ করে; কিন্তু তার পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিরূপে কবুল হবে?'[৬]

(২) অসাবধান, বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দু'আর বাক্যাবলী উচ্চারণকারীর দু'আও কবুল হয় না।[৭]

(৩) কোনো অন্যায় চাহিদা পুরণের দু'আ কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মুসলিম মহান আল্লাহর কাছে যে দু'আই করে, আল্লাহ তা কবুল করেন, যদি তা গুনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দু'আ না হয়।[৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

[৪] *সূরা মু'মিন/সূরা গাফির : ৪০।*
[৫] *সূরা আল-জিন্ : ১৮।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৫।*
[৭] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ৩৪৭৯।*
[৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

"যারা অহংকারের বশে আমার 'ইবাদত (দু'আ) হতে বিমুখ হয়, অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।"

ব্যাখ্যা : এটা হলো মহান আল্লাহর 'ইবাদতকে যারা অস্বীকার করে, তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা তাতে যারা অন্যদেরকেও শরীক করে তাদের পরিণাম। ঠিক এ বিষয়টিকে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতেও লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ ○ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ﴾

অর্থ : "সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে আহ্বান করে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার আহ্বানে সাড়া দিবে না? আর অবস্থা তো এরকম যে, এসব কিছু তাদের আহ্বান সম্পর্কে অবহিতও নয়। যখন (কিয়ামতের দিন) মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে, তখন সে সকল কিছু হবে তাদের শত্রু এবং সেগুলো তাদের 'ইবাদত অস্বীকার করবে।"[৯]

এ আয়াতেও আহ্বান তথা দু'আকে 'ইবাদত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এ আয়াতে তাদেরকে দু'আ করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করারও ওয়াদা করা হয়েছে। আর যারা দু'আ করে না, তাদের জন্য শাস্তির বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে যেহেতু দু'আ বলে 'ইবাদত বোঝানো হয়েছে সুতরাং দু'আ বর্জনকারী অবশ্যই গুনাহগার এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ কাফির হবে। আর এ জন্যই 'ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। আর যে দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন– মহান আল্লাহর কাছে দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোনো বিষয় নেই।[১০]

[৯] *সূরা আল-আহ্কাফ : ৫-৬।*
[১০] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ৩৩৭০।*

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রুষ্ট হন।[১১]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক. দু'আ শুধু চাহিদা পূরণের মাধ্যমই নয় : দু'আ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত।

দুই. একজন মুসলিমের (মু'মিনের) বৈধ সকল দু'আ-ই কোনো না কোনোভাবে কবুল হয়ে থাকে।

তিন. দু'আ কবুলের জন্য দু'আ কবুলের পথে অন্তরায় এমন সকল বিষয় হতে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

চার. যারা দু'আ হতে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা কাফির; জাহান্নামে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। অনুরূপ তাদের জন্যও শাস্তি রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া/অথবা মহান আল্লাহর সাথে অন্যের কাছেও দু'আ করে থাকে।

পাঁচ. অন্যায় চাহিদা পূরণের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কখনো কবুল করেন না। ☒

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমতবিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পেছনে যুক্তি ও দলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

[১১] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ৩৩৭৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

জিহ্বা ও হাতের আঘাত নয় : শান্তির বার্তা হোক মুসলিমের পরিচয়

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

সরল অনুবাদ

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবিগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! ইসলামে কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন– যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।[১২]

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীসে মানুষকে কষ্ট না দেয়ার বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে– এই বৈশিষ্ট্য যার নেই, তার যেন ইসলামই নেই! যদিও এখানে ইসলাম সম্পূর্ণ না থাকা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য ইসলামের পূর্ণতা না থাকা তথা ঘাটতি থাকা। অর্থাৎ- ইসলামের অন্যান্য বিধান পালনের পাশাপাশি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ হবে, তার ইসলাম পরিপূর্ণ হবে, নতুবা তার ইসলামে অপূর্ণতা থেকে যাবে। এজন্য হাদীসের কোনো কোনো ভাষ্যে এসেছে, নবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হলো– কোন ইসলাম সর্বোত্তম অথবা মুসলিমদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এর জবাবে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন। এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিমের জান, মাল ও সম্মান অলংঘনীয়। এজন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন : নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পরের জান, মাল ও সম্মান ঠিক তেমনি অলংঘনীয় যেমনিভাবে তোমাদের এই নগরীতে (অর্থাৎ- মক্কা নগরী) এই মাসের এই দিনটি (অর্থাৎ- যিলহাজ্জের ১০ তারিখ) পবিত্র।

জিহ্বার হিফাযত : জিহ্বা মানুষের অতি মূল্যবান একটি অঙ্গ। ছোট্ট এ অঙ্গটি মানুষের দুনিয়া-আখিরাতকে যেমন সুন্দর করতে পারে তেমনি তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে বরবাদও করে দিতে পারে। মহান আল্লাহর দান এই অমূল্য নিয়ামতটি মানব জীবনের বহুবিদ উপকারে লাগে। বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহারের বিকল্প নেই। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আপনি আপনার মনের ভাব আংশিক প্রকাশ করতে পারবেন, কিন্তু কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ বা বিকল্প উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা সাময়িক চিকিৎসার স্বার্থে বিকল্প উপায়ে খাদ্য দিতে পারেন। কিন্তু সেটি একেবারেই স্বল্প সময়ের জন্য।

জিহ্বা নিছক খাদ্য গ্রহণ ও কথা বলার যন্ত্র নয়; বরং যে ব্যক্তি কথা বলে সে ওই যন্ত্রের পেছনে বসে, যে ব্যক্তি চিন্তা জোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্য সে তার সাহায্য গ্রহণ করে। তাই জিহ্বার ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় সে কতটুকু বুদ্ধিমান বা নির্বোধ, কে কতটা সভ্য বা অসভ্য। জিহ্বার ব্যবহারের ফলে কেউ সম্মানিত হয়, কেউ হয় অপমাণিত। জিহ্বার ব্যবহারে বোঝা যায়, কে পরিশীলিত, ভদ্র, মার্জিত ও অধিক আল্লাহভীরু। পক্ষান্তরে একই জিহ্বার ব্যবহার থেকে জানা যায়, কে মহান আল্লাহর ব্যাপারে অপরিণামদর্শী নির্ভীক, অভদ্র, জংলি ও কুৎসিত। জিহ্বা মানুষকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের উপযোগী করে গড়ে তুলে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) জিহ্বার ব্যবহারে সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। উপরের হাদীসটি এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব বহন করে।

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১; সহীহ মুসলিম- হা. ৪২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৭৬৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوْ (رضي الله عنهما) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সে-ই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে।[১৩]

জিহ্বা যখন জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম : আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ﴾

“আমি কি তার জন্য দু’টি চোখ, একটি জিহ্বা এবং দু’টি ঠোঁট সৃষ্টি করিনি?”[১৪]

আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছেন এর মধ্যে জিহ্বা অন্যতম। জিহ্বার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভালো-মন্দ এবং রুচি-অভিরুচি ও আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে বহুমূল্য এ নিয়ামতের ভুল ব্যবহার মহান আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ করে ফেলে এবং আমাদের প্রতিবেশীরাও এতে আন্তরিকভাবে আহত হয়।

জিহ্বার মাধ্যমেই আমরা বড় বড় ভুল করে থাকি। এ জন্য বুদ্ধিমানরা বুঝেশুনে সঠিক পদ্ধতিতে জিহ্বার ব্যবহার করে। জিহ্বার ভুল ও অন্যায় ব্যবহার পরিহার করে উত্তম পদ্ধতিতে তার ব্যবহারকেই জিহ্বার হিফাযত ও নিয়ন্ত্রণ বলে। ইসলামী শরিয়তে জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ ও হিফাযতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাহল ইবন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০।*
[১৪] *সূরা আল বালাদ : ৮-৯।*

‘যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো।’[১৫]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন– এক ব্যক্তি নিজের জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক ও সহানুভূতি অর্জনমূলক কথা বলত, কিন্তু এসব ভালো কথার গুরুত্ব সম্পর্কে সে ছিল বেখবর। এ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা‘আলা তার অজান্তেই তার উত্তম কথার দরুণ তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। অন্যদিকে আরেকজন লোক আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন এমন সব কথা বলত, অথচ সেদিকে তার কোনো খবরই ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা এ লোককেও তার অজান্তেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।[১৬]

সব সময় আমাদের বুঝে-শুনে কথা বলা উচিত। এর বিপরীতে অকারণে অতিরিক্ত কথা বলায় সমাজে আমাদের ব্যক্তিত্বের অবনতি ও অবক্ষয় হয়। জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী তো সে, যে চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝে-শুনে জিহ্বার ব্যবহার করে। যেখানে সে জানবে যে এখানে তার কথা অমূল্যায়িত হবে সেখানে সে চুপ থাকবে। কেননা মুখ ফসকে বের হওয়া কথা এবং ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া তীর কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না।

তাই কথা বলার পর আফসোসের পরিবর্তে আগে থেকেই চুপ থাকা শ্রেয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে সর্বদা শুধু ভালো কথা বলবে, নয়তো চুপ থাকবে।[১৭]

ঈমানদার ও বিশ্বাসীর কথাবার্তা সব সময় উত্তম এবং একই সঙ্গে প্রভাবপূর্ণ হয়। সে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা মানুষ উন্নত ইসলামের প্রমাণ।[১৮]

[১৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৭৪।*
[১৬] *সহীহুল বুখারী।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী।*
[১৮] *মু’আত্তা ইমাম মালিক।*

মু'মিন কখনো অশ্লীল, অশালীন ও গালিগালাজ করতে পারে না। কারণ তিনি এমন এক পূতঃপবিত্র ও সর্বোত্তম কথা বলে ঈমান এনেছেন যেটিকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন 'কালিমাতুত তাইয়্যেবা' বা 'পবিত্র কথা' বলে অভিহিত করেছেন। তাই মু'মিন ব্যক্তির মুখ থেকে সর্বদা মধুবাক্য ঝরবে এবং অন্যের কান যেটিকে শ্রুতিমধুর বা মধুর বাণী হিসেবে গ্রহণ করবে। মু'মিন কখনো অশ্লীল, অশালীন কথা, গালিগালাজ, অভিশাপ, তিরস্কার, ব্যঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, দাম্ভিকতা, গর্ব-অহঙ্কার, কটূক্তি, দম্ভোক্তি, কুৎসা রটনা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। এগুলো কালিমা তাইয়্যেবার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আচরণ।

জিহ্বার অপব্যবহারের পরিণতি : জিহ্বার অপব্যবহারের ফলে অনেক অপরাধ ও গুনাহর দ্বার খুলে যায়। গালমন্দ, গিবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা সবই জিহ্বার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হাদীস অনুযায়ী, এসব জাহান্নামের পথকে উন্মুক্ত করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হলো- 'কোন কাজটি বেশি পরিমাণে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি, ভালো আচরণ ও উত্তম চরিত্র। রাসূল (ﷺ)-কে আবার প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজ বেশি পরিমাণে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন মুখ ও লজ্জাস্থান'।[১৯]

শারীরিক, আর্থিক এবং শরীর-অর্থ উভয়টি মিলিয়ে 'ইবাদত করার নিয়ম। কিন্তু নীরবতাও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত, এটি অনেকেই উপলব্ধি করে না। অথচ, এই 'ইবাদতটি করতে কোনো পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়টির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য বাঞ্ছনীয়। দুনিয়াবি জীবনেও লজ্জাজনক পরিস্থিতির মোকাবেলায় চুপ থাকা একটি উত্তম প্রতিষেধক।

হাত দ্বারা কষ্ট না দেয়ার ব্যাখ্যা : তারপর বলা হয়েছে, তার হাত থেকেও অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ- হাত দ্বারাও সে কাউকে কষ্ট দেয় না, কাউকে অন্যায়ভাবে মারধর করে না, যাতায়াত পথে কষ্টদায়ক জিনিস ফেলে না, কারো মাল কেড়ে নেয় না ইত্যাদি। হাত দ্বারা অনেক সময় ক্ষমতা ও প্রভাবও বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন- বলা হয়, এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই, মানে আমার ক্ষমতা নেই বা তার ওপর আমার কোনো হাত নেই অর্থাৎ- তার ওপর আমার কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং কেউ যদি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে অন্যের ক্ষতি করে, তাও হাত দ্বারা কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই প্রকৃত মুসলিম তার ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করে না এবং এর দ্বারা অন্যের ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْأَذَى.

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তা হলো- হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, উত্তম জিনিস দান করা এবং কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা।[২০]

হাত-এর গুরুত্ব ইসলামে অত্যাধিক। হাত দ্বারা লিখতে হয় ও কাজ করতে হয়। মু'মিনের অধিকাংশ 'আমল হাত দ্বারাই সম্পন্ন হয়; বরং মনের কল্পনা হাত দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়। হাত-এর সঙ্গে পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত থাকলেও হাত-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিধায় এখানে হাত-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হাত বলতে নিজের হাত না-ও হতে পারে; বরং অন্যের হাত দিয়েও কাজ করানো যেতে পারে। সে কাজ ভালো হতে পারে বা মন্দ হতে পারে। মোটকথা এখানে হাত-এর দ্বারা কোনো কাজের বাস্তবায়ন বুঝানো হয়েছে। নিজের হাতে পাপ বা পূণ্য করলে যে ফল হবে অন্যের হাত দিয়ে করিয়ে নিলেও সেই একই ফল লাভ হবে। অতএব নিজে কিছু

[১৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০০৪।*

[২০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০০৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

করানো বা অন্যের দ্বারা কিছু করানো, কাজের ফলাফল উভয় ক্ষেত্রে সমান। বর্তমানে রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় সরকারি ও বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীরা অত্র হাদীসটির উপরে 'আমল করলে সমাজের বর্তমান অশান্তি বহুলাংশে লাঘব হত। ধর্মীয় অনেক নেতা-কর্মীদের অবস্থা বরং আরো করুণ। স্ব স্ব দলীয় মুখপত্রে অথবা বই-পুস্তিকায় ও পত্র-পত্রিকায় একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁরা এমন সব কথাবার্তা লিখেন, যা ইসলামের কোনো বিধানের আওতায় পড়ে না। অথচ কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেই তারা প্রতিপক্ষকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে থাকেন, যা স্থায়ী গীবতের শামিল, যার পরকালীন ফলাফল অতীব ক্ষতিকর। রাজনৈতিক-ধর্মীয় নেতারা কেউই মহান আল্লাহর পাকড়াও হতে মুক্তি পাবে না। অতএব স্ব স্ব যবান ও কলমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার দিকে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

উপসংহার

উপরোক্ত হাদীসটি আমাদের অনেকের জন্যই ইসলামের মহান শিক্ষার এক নতুন দুয়ার ও অদেখা দিগন্তকে খুলে দেয়। ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক, আর এর ব্যাপক শিক্ষার একটা বড় দিক জুড়ে রয়েছে মানুষের অধিকার, তাদের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার বিষয়টি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বহু আয়াত ও হাদীস মানুষকে কষ্ট দেয়ার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি ও পরিণতি বর্ণনা করেছে এবং যারা তা থেকে বিরত থাকে, তাদের প্রতিদান বর্ণনা করেছে।

কারো দোষত্রুটি তালাশ করা, কাউকে আক্রমণ করা, গালমন্দ করা, কিংবা আঘাত করা, নির্যাতন করা, সম্পদ হরণ করা থেকে যারা সতর্ক এটি তাদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ। যারা মহান আল্লাহর ভয়ে মানুষকে তাদের জিহ্বা ও হাতের আঘাত থেকে রেহাই দেয়, তারা ইসলামের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোও যথাযথভাবে পালন করবে এটাই অধিক সম্ভাব্য। এর বিপরীতে, শুধু ইসলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলো পালন করা অন্তরের পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ নয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয়

১. প্রকৃত মুসলিম হতে চাইলে যবানের ব্যবহার করতে হবে সচেতনভাবে, যাতে এর দ্বারা কোনো মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে না ফেলি।

২. আমাদেরকে হাতের ব্যবহারে সাবধান হতে হবে, যাতে কোনো মুসলিম নর-নারী এর দ্বারা কষ্ট না পায়।

৩. পরিপূর্ণ মুসলিম হতে চাইলে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারাও কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

৪. কলমও একরকম যবান। কাজেই এর ক্ষতিকর ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে।

৫. প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য এটাও জরুরি যে, নিজের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচেতনভাবে ব্যবহার করা হবে, যাতে কোনো অঙ্গ দ্বারাই কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা কষ্ট না পায়।

৬. কেবল মুসলিম নর-নারী নয়; আমার দ্বারা যাতে অমুসলিম নর-নারীরও জান, মাল ও ইজ্জতের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ☒

আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

জুমু'আর দিন : মহান রবের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে জুমু'আর দিবসের নি'য়ামত দান করেছেন। সৃষ্টির প্রথম থেকেই দিনটি সবচেয়ে সম্মানীত। সে জন্য আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানা উচিৎ। মূলত জুমু'আহ্ অর্থ- একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া, জামা'আত হওয়া ইত্যাদি। এ দিনে সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা নিজ নিজ এলাকার মসজিদে 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে। হিজরতের পূর্বে প্রথম মদীনার আনসারগণ আপোষে পরামর্শক্রমে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাপ্তাহিক 'ইবাদতের দিনের বিপরিতে নিজেদের জন্য একটি 'ইবাদতের দিন ধার্য করেন ও সে মতে আস্-আদ ইবনু যুরারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নেতৃত্বে মদীনার বানু বায়াযাহ গোত্রের 'নাক্বীউল খাযেমাত' নামক স্থানের 'নাবীত' সমতল ভূমিতে সর্বপ্রথম জুমু'আর সালাত চালু হয়। যেখানে ৪০ জন মুসল্লি যোগদান করেন।[২১]

অতঃপর প্রথম হিজরিতে জুমু'আহ্ ফর্য হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বানু সালেম ইবনু 'আওফ গোত্রের রানূনা উপত্যকায় সর্বপ্রথম রাসূল (ﷺ) জুমু'আর সালাত আদায় করেন।[২২]

রাসূল (ﷺ) বলেন, জুমু'আর এ দিনটি প্রথম ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপরে ফর্য করা হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করার ফলে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ দিনের প্রতি (ওহীর মাধ্যমে) হিদায়াত দান করেন। যার কারণে সকল মানুষ আমাদের পশ্চাদানুসারী। অর্থাৎ- ইয়াহূদীরা শুক্রবারের পরের দিন শনিবার এবং খ্রিষ্টান-নাসারারা তার পরের দিন অর্থাৎ- রোববার।[২৩] ইয়াহূদীরা যেহেতু (ইয়াওমুস সাবত) অর্থাৎ- শনিবারকে তাদের সমাবেশের দিন হিসাবে বেছে নিয়েছিল যেদিন আল্লাহ কোনোকিছুর সৃষ্টির সূচনাও করেননি। তিনি আরশে স্বীয় আসনে সমাসীন হন। নাসারাগণ রোববারকে বেছে নিয়েছিলেন, অথচ আল্লাহ ঐ দিন সৃষ্টির কেবল সূচনা করেন। এভাবে তারা আল্লাহর নির্দেশের ওপর নিজেদের যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। পক্ষান্তরে জুমু'আর দিনে সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয় এবং সর্বশেষ সৃষ্টি হিসেবে আদম (আলায়হিস সালাম)-কে পয়দা করা হয়। তাই এ দিনটিকে সকল দিনের সেরা বলা হয়। এ দিনটিকে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সাপ্তাহিক 'ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায় বিগত সকল উম্মতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[২৪]

এ জন্য সহীহুল বুখারীতে এবং সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমরা দুনিয়ায় সর্বশেষে আগমনকারী কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হবো সর্বাগ্রে। মহান আল্লাহই আমাদেরকে এ সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।

জুমু'আর দিনের মর্যাদা : এ দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠতম দিন। যেটি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এ দিনটির মর্যাদায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো–

(১) সূর্যের নিচে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমু'আর দিন। এ দিনেই আদম (আলায়হিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন, এ দিনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং এ দিনেই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়।[২৫]

(২) আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের নিকট সবচেয়ে মর্যাদাময় দিন হলো জুমু'আর এই দিন এবং সকল দিবসের নেতা হচ্ছে এই দিন। এ দিনটি আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্রের দিনের চেয়েও অধিক মর্যাদাময়। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[২১] *ইবনু মাজাহ্- হা. ১০৮২; আবূ দাউদ- ১০৬৯, সনদ হাসান।*

[২২] *মিরআত- ২/২৮৮; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ২/২১১।*

[২৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩৫৪; মিরআত- ৪/৪২১ পৃ.।*

[২৪] *সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪; মিরআত- ৪/৪১৯-২১ পৃ.।*

[২৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৫৮৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

(ক) এ দিনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আলায়হিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেন। **(খ)** এ দিনে তাকে পৃথিবীতে অবতরণ করান। **(গ)** এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা আদম (আলায়হিস সালাম)-কে মৃত্যু দান করেন। **(ঘ)** এ দিনে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে বান্দা মহান আল্লাহর নিকট যা চাইবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দিবেন, যদি না সে কোনো হারাম বস্তু চায়। **(ঙ)** এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা, আকাশ, জমিন, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র প্রত্যেকেই এ দিনে অর্থাৎ- শুক্রবারে সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে।[২৬]

(৩) 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার। কাজেই ঐ দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি করে দরূদ পাঠ করবে; কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়'। সাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কিভাবে তখন আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বললেন : আমাদের দেহ, নবীদের দেহ ভক্ষণ করা আল্লাহ তা'আলা মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন'।[২৭]

জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব :

(১) সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দেয়া মহান এ দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হলো জুমু'আর সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ- 'হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা মহান আল্লাহর যিক্‌র-এর দিকে ধাবিত হবে এবং সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে পার'।[২৮]

(২) অতএব জুমু'আর সালাত আদায় করা মু'মিনের জন্য ফরয। ইচ্ছাপূর্বক জুমু'আর সালাত ত্যাগ করে যোহরের সালাত আদায় করা কঠিন গুনাহের কাজ ও ভয়ঙ্কর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জুমু'আর সালাত পরিত্যাগের অভ্যাস মানুষদের অবশ্যই ছাড়তে হবে। তা না হলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন এবং এরপর তারা গাফিল বা মুনাফিক্বে পরিণত হবে।[২৯]

(৩) সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! জুমু'আর সালাত সুন্দররূপে আদায় করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জুমু'আর দিনে যদি কেউ সুন্দররূপে ওযূ করে, এরপর জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হয় এবং নীরবে মনোযোগের সাথে ইমামের খুৎবাহ্ শ্রবণ করে, তবে সে জুমু'আহ্ থেকে পরবর্তী জুমু'আহ্ পর্যন্ত সাত দিন এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের মধ্যে কৃত তার সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যদি কেউ ইমামের খুৎবার সময় কাঁকর স্পর্শ করে তবে সে জুমু'আর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।[৩০]

(৪) যদি কেউ জুমু'আর দিনে উত্তমরূপে গোসল করে, সুগন্ধি থাকলে তা মাখে, সবচেয়ে ভালো পোশাক পরিধান করে আগে-ভাগে মসজিদে গমন করে এবং মসজিদে যেয়ে বসার পূর্বেই সাধ্যমতো (সুন্নাত-নফল) সালাত আদায় করে, কাউকে কষ্ট না দেয়, কারো ঘাড়ের ওপর দিয়ে না যায়, দু'জনের মাঝে সরিয়ে জায়গা না করে, এরপর নীরবে খুৎবাহ্ শোনে এবং সালাত আদায় করে, তবে তার এ জুমু'আহ্ থেকে পরবর্তী জুমু'আহ্ পর্যন্ত পাপের মার্জনা হবে।[৩১]

(৫) যদি কেউ জুমু'আর দিনে উত্তমরূপে গোসল করে; সকাল সকাল মসজিদে গমন করে, বাহনে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে যায়, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে, মনোযোগ দিয়ে খুৎবাহ্ শ্রবণ করে এবং কোনো কথা না বলে তবে সে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছরের নফল সিয়াম ও তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করবে।[৩২]

(৬) যদি কেউ জুমু'আর দিনে নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং প্রথম প্রহরেই মসজিদে রওয়ানা দেয়, তবে সে একটি উট কুরবানী দানের

---

[২৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্‌- ১/৩৪৪; বুসীরি; মিসবাহুয যুজাজাহ- ১/১২৯, আলবানী।*
[২৭] *আবূ দাউদ- ১/২৭৫, ২/৮৮; সুনান ইবনু মাজাহ্‌- ১/৩৪৫।*
[২৮] *সূরা আল জুমু'আহ্ : ৯।*
[২৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৫৯১।*
[৩০] *সহীহ মুসলিম- ২/৫৮৮।*
[৩১] *সুনান আবূ দাউদ- ১/৯৪; সুনান ইবনু মাজাহ্‌- ১/৩৪৯।*
[৩২] *সুনান আবূ দাউদ- ১/৯৫; সুনান আন্ নাসায়ী- ৩/৯৫, ৯৭; সুনান ইবনু মাজাহ্‌- ১/৩৪৬।*

সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমন করলো সে যেন একটি গরু কুরবানী দিলো। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে গমন করলো সে যেন একটি শিংওয়ালা সুন্দর ভেড়া কুরবানী দিলো। আর যে চতুর্থ পর্যায়ে গমন করলো সে যেন একটি মুরগী দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে গমন করলো সে যেন একটি ডিম দান করলো। অতঃপর ইমাম যখন খুৎবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় তখন ফেরেশ্তাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলেন এবং ইমামের খুৎবাহ্ শুনতে থাকেন।[৩৩]

জুমু'আর খুৎবাহ্ ভালোভাবে শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসল্লিদেরকে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা জুমু'আর খুৎবায় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসবে। কারণ মানুষ নিয়মিত দূরে বসতে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও তাকে জান্নাতে দূরবর্তী ও পশ্চাদপদ রাখা হবে'।[৩৪]

জুমু'আর দিনে যে সময়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা প্রদান করেন সেটি খুবই সংক্ষিপ্ত সময় এবং সে সময়টি সম্পর্কে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম খুৎবাহ্ দেয়ার জন্য মিম্বারে বসা থেকে জুমু'আর সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুহূর্তটি থাকে।[৩৫]

সাহাবায়ে কেরামের নিকট জুমু'আর গুরুত্ব : জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) অগণিত হাদীস পেশ করেছেন। যেমন- একটি ছোট হাদীসে তিনি বলেন, 'হে মুসলমানগণ! জুমু'আর দিনকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য (সাপ্তাহিক) ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তোমরা এদিনে মিসওয়াক করো, গোসল করো ও সুগন্ধি লাগাও'।[৩৬]

অন্য আর একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যারা জুমু'আর নামাযে অলসতা করে আসে না, আমার ইচ্ছা হয় অন্য একজন লোককে নামায পড়াতে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই'।[৩৭]

[৩৩] *সহীহুল বুখারী- ১/৩০১; সহীহ মুসলিম- ২/৫৮২।*
[৩৪] *সুনান আবূ দাঊদ- ১/২৮৯; সহীহুত্ তারগীব- ১/১৭৪।*
[৩৫] *সহীহুল বুখারী- ১/৩১৬; সহীহ মুসলিম- ২/৫৮৪।*
[৩৬] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক; ইবনু মাজাহ্; মিশকাত- হা. ১৩৯৮।*
[৩৭] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩৭৮।*

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! এ কারণে জুমু'আর নামাযে সাহাবীগণ বহুদূর থেকে মসজিদে আসতেন যেটি ভাবাও কঠিন। যেমন- সাহাবী সা'দ ৭-৮ মাইল দূর হতে আসতেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়া-য দু'মাইল দূর হতে পায়ে হেঁটে জুমু'আহ্ পড়তে আসতেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র অহ্‌ত্ নামক জায়গা হতে তিন মাইল অতিক্রম করে তায়েফে জুমু'আহ্ পড়তে যেতেন।[৩৮]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যুলহুলাইফাহ্ থেকে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে মদীনায় জুমু'আহ্ পড়তে আসতেন।[৩৯]

দেখুন, সাহাবাগণ কতটা গুরুত্বের সাথে, কত কষ্ট করে এভাবে জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হতেন অথচ আমাদের বাড়ির আঙিনায় মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও নানা অজুহাতে মসজিদে যাওয়ার সময় পাই না। তাই আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাই, আমাদেরকে তুমি নিয়মিত মসজিদমুখী হওয়ার তাওফীক্ব দান কর, –আমীন। ☒

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ
عَلَيْكُم بِاتِّبَاعِ السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

[৩৮] *ইবনু আবী শায়বাহ্- ২য় খণ্ড, ১০২-১০৪ পৃ.।*
[৩৯] *সহীহুল বুখারী- ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃ.।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শিশুকাব্য চর্চা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

–মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম*

শিশুকাব্য শিশুমনে আনন্দ দানের পাশাপাশি তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এক বিশাল দিগন্ত। এটি শিশুর রুচিবোধকে জাগ্রত করে। সৌন্দর্য অনুধাবনের চোখ খুলে দেয়। শিশুরা কাব্যিক ছন্দ, কল্পনার বিস্তার ও সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে উপলব্ধি করে সৃষ্টিজগতের অপার বৈচিত্র্যকে। শিশুদের আবেগিক এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মাঝে সৌন্দর্যবোধ, ভাষাজ্ঞান ও নৈতিক গুণাবলি বিস্তারের চেষ্টা করা সময়ের দাবি।

ইসলামের পূর্বে এবং পরে শিশুকাব্যের প্রতি আরবদের বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। জন্মের পর শিশুর কানে তারা কাব্যিক সুর তুলেছেন– কখনো ঘুম পাড়ানোর জন্য, কখনো বা স্নেহভরে খুশি করার জন্য। আবার কখনো শিশুকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তকরণে রচনা করেন সুমধুর কাব্য। ইসলাম আগমনের পরও শিশুর প্রতি এই ধারা অব্যাহত থাকে। মুসলিম পণ্ডিতগণ শিশুদের মনোজগৎ বিকাশে শিশুকাব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ভবিষ্যত প্রজন্ম শিশুদেরকে কাব্য শেখানোর পরামর্শ দিয়ে বলতেন–

أرووا من الشعر أعفّه، ومن الحديث أحسنه، ومن النسب ما تواصلون عليه.

“তোমরা শিশুদের নির্মল কবিতা, ভালো কথা ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং পারিবারিক সম্পর্কবিষয়ক জ্ঞানের কথা শিখাও।”

এ নির্দেশনা থেকেই বোঝা যায় যে, মুসলিম ঐতিহ্যে শিশুকাল থেকেই কবিতার মাধ্যমে নৈতিকতা, ভাবগাম্ভীর্য ও পারিবারিক বন্ধনের শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব কতটা গভীর। মুসলিম মনীষীগণ শিশুদেরকে কবিতা শিখানো এবং শিশুদের জন্য শিশুপোযোগী কবিতা নির্বাচন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। যাতে শিশুর মনোজগতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং শিশুরা যাতে মানবিক ও নৈতিকমানে উন্নত মানব সন্তানে পরিণত হতে পারে।

শিশুদের জন্য কবিতা লিখা মানে ছন্দে ছন্দে তথ্য দেয়া নয়; বরং শিশুদের মানসিক স্তর ও আগ্রহকে বিবেচনায় রেখে কবিতার বিষয়, ভাষা ও রচনাশৈলী নির্ধারণ করতে হয়। তাদের ঈমান, ‘আক্বীদাহ্, নৈতিকতা, আচরণ ও চিন্তার উন্নতির দিক বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু চয়ন করা উচিত। প্রকৃতি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে সহায়ক –এমন কবিতা শিশুর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। যেন সে বুঝতে পারে– গাছ-গাছালী, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা, জীব-জন্তু, এমনকি জড় জগতও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এক অমূল্য নিয়ামত।

শিশুর বয়সভেদে কবিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। কারণ, শিশুকাল-ই তার চারিত্রিক ও মানসিক ভিত্তি গঠনের মোক্ষম সময়। কাজেই শিশুকাব্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য যেন শিশুমনে প্রভাব ফেলতে পারে– একজন সচেতন শিশুসাহিত্যিককে এদিকে খেয়াল রাখতে হয়। রচনাশৈলীর দিক থেকেও শিশুর উপলব্ধি ও রুচির উপযোগী হওয়া আবশ্যক, যেন সে কবিতার সঙ্গে আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সংযুক্ত হতে পারে। আর ভাষা? অবশ্যই শুদ্ধ হতে হবে –এ ভাষাই যেন শিশুকে আনন্দ দেয়, নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয় এবং ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে। সর্বোপরি সমাজ-সংসারে যেন তাকে মার্জিত ও সংস্কৃতিবান মানব সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠতে সহায়তা করে –এদিকে কবিকে মনোযোগী হতে হয়।

শিশুর জগত বোঝার আগে তাকে নিয়ে কবিতা লিখা অর্থহীন। কবিকে বুঝতে হবে তার অনুভব, চিন্তা ও স্বভাব, যাতে করে শব্দচয়ন, ভাবধারা ও ছন্দের মাধ্যমে সহজেই শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। কিছু কিছু সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ কেবল কবিতার ছন্দ ও শৈল্পিক দিকের প্রতি নজর দিয়ে থাকেন। শিক্ষা বা ধর্মীয় দিকটি অবহেলা করেন। এমনকি কেউ কেউ সাহিত্যে ধর্মীয় বা নৈতিক দিককে ‘উপদেশ’ বলে অবজ্ঞা করেন। তারা মনে করেন, উপদেশমূলক সাহিত্য সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রতীক। *[বাকী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

* *লেখক, পিএইচ. ডি গবেষক, অনুবাদক, বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার প্রবাসী।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শিক্ষা অর্জনে প্রতিজ্ঞা

-আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মানবজীবনের আলোকিত পথের সর্বোৎকৃষ্ট প্রদীপ হলো শিক্ষা। জ্ঞান সেই অমৃতধারা, যা অজ্ঞতার আঁধার সরিয়ে হৃদয়ে জ্বালায় প্রজ্ঞার বাতি। শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়; বরং মানবের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে, তার চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে, জীবনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

প্রতিজ্ঞা -এই ক্ষুদ্র শব্দটি মানুষের জীবনে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। প্রতিজ্ঞা মানে হলো অন্তরের গভীরে অটল সিদ্ধান্ত; এমন একটি শপথ যা ভঙ্গ করলে আত্মা ব্যথিত হয়, আর পালন করলে হৃদয়ে জন্ম নেয় তৃপ্তি ও শক্তি। শিক্ষা অর্জনের প্রতিজ্ঞা সেই মহিমান্বিত অঙ্গীকার, যা একজন মানুষকে উদাসীনতার বন্দর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কর্ম ও জ্ঞানের সাগরে।

ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল - اِقْرَأْ (পড়ো)। এ যেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য জ্ঞানের ডাকপত্র। যুগে যুগে নবী-রাসূল, আলেম ও মনীষীরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রমাণ করেছেন- জ্ঞানই হলো মানবতার শ্রেষ্ঠ অলংকার, উন্নতির একমাত্র সোপান।

আজকের যুগে শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির পথ নয়; বরং জাতির মুক্তি ও সভ্যতার স্থপতি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু এই মহৎ সাধনা পূর্ণ করতে প্রয়োজন অটল প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ধারাবাহিকতা। কেননা, যে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকে, সে-ই পৌঁছে যায় সফলতার চূড়ায়; আর যে মাঝপথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, সে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে। তাই আসুন, আমরা আজ নতুন করে প্রতিজ্ঞা করি- জ্ঞানের আলোয় নিজেদের জীবন ও সমাজকে আলোকিত করবো, অজ্ঞতার আঁধার ভেদ করে এগিয়ে যাবো উন্নতির শিখরে, আর এই প্রতিজ্ঞাকে জীবনভর লালন করবো দু'আ, অধ্যবসায় ও কর্মের মাধ্যমে।

শিক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা : শিক্ষা অর্জনের প্রতিজ্ঞা শুধু মুখের কথা নয়, এটি হৃদয়ের গভীর থেকে আসা এক দৃঢ় অঙ্গীকার। অনেকেই বলেন- "আমি পড়বো, আমি শিখবো" কিন্তু কিছুদিন পর ভুলে যান। তাই প্রতিজ্ঞা যেন সত্যিকারের ফলপ্রসূ হয়, তার জন্য কিছু ধাপ অনুসরণ করা জরুরি। প্রতিক্ষা কি শুধু পরীক্ষায় ভালো করার জন্য? না-কি জীবনে বড় কিছু করার জন্য? না-কি সমাজ ও মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে? কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾

"যে সৎকর্ম করে, তা নিজের জন্যই করে, আর যে মন্দকর্ম করে, তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে।"[৪০]

★ **প্রতিজ্ঞার ধরন :** শিক্ষা প্রতিজ্ঞার ধরন শুধুমাত্র শিক্ষা ও নৈতিকতার দিকে ধাবিত হওয়া। যেমন- আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বলতে পারি, আমি প্রতিদিন আমার জ্ঞানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করব। আমি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনে অবিচল থাকব। আমি মিথ্যা জ্ঞান বা অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকব। আমি আমার শিক্ষা দিয়ে মানুষের উপকার করব। আমি প্রতিদিন অন্তত একটি হাদীস শিখব ও মনে রাখব।

একাডেমিক শিক্ষার প্রতিজ্ঞা : আমি প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা করব, অলসতা করব না। আমি আমার শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব। আমি প্রতিটি ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করব। আমি পরীক্ষার আগে নয়, প্রতিদিন পড়ব। আমি নকল বা অসততার পথে পা বাড়াব না।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিজ্ঞা : আমি আমার মাতৃভাষা, আরবী ও ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করব। আমি নতুন প্রযুক্তি শেখার জন্য সময় বের করব। আমি হাতের কাজ বা সৃজনশীল দক্ষতা বাড়াবো। আমি প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট নতুন কিছু শিখব। আমি বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করব।

---

* *অধ্যায়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[৪০] *সূরা হা-মিম, আস্-সাজদাহ্/ফুস্সিলাম : ৪৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

গবেষণাবিষয়ক প্রতিজ্ঞা : আমি সত্য যাচাই না করে কিছু গ্রহণ করব না। আমি প্রতিটি তথ্যের উৎস পরীক্ষা করব। আমি গবেষণায় সততা বজায় রাখব। আমি প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি নতুন প্রবন্ধ পড়ব বা লিখব। আমি প্রশ্ন করতে ও খুঁজে দেখতে দ্বিধা করব না।

আজীবন শিক্ষা অর্জনের প্রতিজ্ঞা : আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শেখা চালিয়ে যাব। আমি ব্যর্থতা থেকেও শিক্ষা নেব। আমি নতুন অভিজ্ঞতা থেকে শিখব। আমি প্রতিদিন অন্তত একটি নতুন শব্দ শিখব। আমি শেখার আনন্দ হারাব না।

শৃঙ্খলা বা নিয়ম নীতির প্রতিজ্ঞা : আমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়াশোনা শুরু করব। আমি পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অভ্যাস ত্যাগ করব। আমি লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়ব না। আমি আমার সময় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করব। আমি নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজেই নেব।

সামাজিক ও মানবিক শিক্ষার প্রতিজ্ঞা : আমি আমার জ্ঞান দিয়ে সমাজের উন্নয়নে কাজ করব। আমি কাউকে জ্ঞানে পিছিয়ে পড়তে দেব না, সাহায্য করব। আমি শিক্ষাকে দান ও ভাগাভাগির মাধ্যম বানাবো।

সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা : আমি অলসতার সাথে আপস করব না। আমি প্রতিদিন লক্ষ্যপূরণের জন্য এক ধাপ এগুবো। আমি বড় স্বপ্ন দেখব এবং তা অর্জনের চেষ্টা করব। আমি ভয় বা ব্যর্থতাকে শেখার সুযোগ বানাবো। আমি নিজের সীমা অতিক্রম করব। অর্থাৎ- ভয়কে জয় করবো।

অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষার প্রতিজ্ঞা : আমি বইকে আমার সেরা বন্ধু বানাবো। আমি প্রতিদিন শেখার আনন্দ উপভোগ করব। আমি সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেব। আমি প্রতিটি সুযোগকে শিক্ষার মাধ্যম বানাবো। আমি জ্ঞানের আলো দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করব।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের প্রতিজ্ঞা : আমি প্রতিদিন নিজের অগ্রগতি লিখে রাখব। মনোযোগ বাড়ানোর জন্য অনুশীলন করব। স্বাস্থ্য ঠিক রেখে পড়াশোনা করব এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায় দিয়ে শিক্ষা সম্পন্ন করব। আমি এই শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর পথে অবদান রাখবো। ইন্শা-আল্লাহ, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।

পবিত্র কোরআনে اِقْرَأْ (ইক্বরা) শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

শব্দটি খুবই গভীর এবং ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি বলা যায়। এই শব্দটি প্রথম নাজিল হওয়া ওয়াহীর অংশ, যা মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।

اِقْرَأْ আরবি ক্রিয়া, যার মূল ধাতু ق ر أ (ক্ব রা আ)। এর অর্থ- পড়ো, তিলাওয়াত করো, উচ্চারণ করো, মুখস্থ করো ও বুঝো। এটি শুধু "বই পড়া" নয়; বরং "মনের চোখে উপলব্ধি করা, মুখে পাঠ করা এবং জীবনে প্রয়োগ করা" –এমন বিস্তৃত অর্থ বহন করে। প্রথম নাজিল হওয়া আয়াত :

﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ﴾

"পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৪১]

প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য : এ আয়াত প্রথম নাজিল হয় ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হেরা গুহায়, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে। ফেরেশ্তা জিবরাইল (আলায়হিস সালাম) নবীকে তিনবার বলেছিলেন, "ইকরা" (পড়)। নবী (ﷺ) উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তো পড়তে জানি না।"

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, শিক্ষা শুধু লেখা পড়া নয়; বরং মহান আল্লাহর নির্দেশে জ্ঞান গ্রহণ করা।

ইসলামী শিক্ষায় 'ইকরা (পড়া)'র গুরুত্ব

শিক্ষা ও জ্ঞানের সূচনা– ইসলাম শুরু হয়েছে জ্ঞান আহরণের আহ্বান দিয়ে।

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের সমন্বয়– এখানে "তোমার প্রভুর নামে" শর্ত দিয়ে বোঝানো হয়েছে, জ্ঞান আল্লাহভীরু হতে হবে।

লিখিত জ্ঞানের মূল্যায়ন : কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার উল্লেখে লিখিত সংস্কৃতির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। "যা সে জানত না" –এটা জ্ঞানের অসীমতার স্বীকৃতি।

আধুনিক জীবনে শিক্ষা : 'ইকরা' আমাদের শেখায় যে, মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয। এটি ধর্মীয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক –উভয় জ্ঞানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। শুধুমাত্র তথ্য জানা নয়; বরং তা প্রয়োগ করা, সৎ কাজে ব্যবহার করা, আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা –এটাই আসল উদ্দেশ্য। হাদীসে এসেছে,

[৪১] *সূরা আল-আলা'ক্ব : ১।*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ﷺ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থাৎ- আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারীর) ওপর দ্বীনের ইল্‌ম আর্জন করা ফরয।[৪২]

★ **প্রতিজ্ঞা অর্জনের ধাপ :** লক্ষ্য, পরিকল্পনা, সময় ব্যবস্থাপনা, অধ্যবসায় এবং ধারাবাহিকতা –এই পাঁচটি ধাপ অপরিহার্য।

১) লক্ষণ নির্ধারণ (تحديد الهدف) **:** যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে, প্রথমে তাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে সে কী অর্জন করতে চায়। লক্ষ্যহীন প্রতিজ্ঞা সমুদ্রের মাঝে ভাসমান নৌকার মতো– কোথায় যাবে তা জানে না। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয্‌ক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"[৪৩]

হাদীসে বর্ণিত,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"কর্মসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল; প্রত্যেককে তার নিয়তের অনুযায়ী প্রতিদিন দেয়া হবে।"[৪৪]

ইমাম গাজ্জালী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

من لم يعرف هدفه، ضل في الحياة.

"যে ব্যক্তি তার লক্ষ্য জানে না, সে জীবনে পথ হারায়।"[৪৫]

লক্ষ্য নির্ধারণ হলো প্রতিজ্ঞার মূল শক্তি। সঠিক লক্ষ্য ছাড়া কর্ম অপ্রদর্শিত এবং উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়।

২) পরিকল্পনা প্রণয়ন (وضع الخطة) **:** লক্ষ্য নির্ধারণের পরের ধাপ হলো একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা। পরিকল্পনাহীন লক্ষ্য কেবল কল্পনা; বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৪২] সুনান ইবনু মাজাহ্‌- হা. ২২৪; সিলসিলাহ সহীহাহ্‌- আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ), হা. ২৯১৪।
[৪৩] সূরা আত্‌-ত্বালা-ক্ব : ২-৩।
[৪৪] সহীহুল বুখারী- হা. ১।
[৪৫] اللمع في التصوف।

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

"কোনো কাজে সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তবে তার আগে পরামর্শ করো।"[৪৬]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ كَانَ ذَكِيًّا فَلْيُسَارِعْ فِيْ مَا يُنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ.

"বুদ্ধিমান সে-ই, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।"[৪৭]

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : من بدأ العمل بلا تخطيط، ندم.

"যে কাজ শুরু করার আগে পরিকল্পনা করে না, সে অনুতপ্ত হয়।"[৪৮]

পরিকল্পনা হলো প্রতিজ্ঞার কাঠামো। এটি নির্দেশ করে কখন, কিভাবে, কতটুকু সম্পন্ন করতে হবে।

৩) সময় ব্যবস্থাপনা (ادارةالوقت) **:** সময় হলো মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অপরিহার্য। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

"সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে।"[৪৯]

হাদীসে বর্ণিত,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"দুইটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত –তা হলো সুস্থতা ও অবসর।"[৫০]

ইবনুল কাইয়্যুম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الوقت هو الحياة، ومن أضاع وقته فقد أضاع حياته.

"সময়ই জীবন; যে সময় নষ্ট করে, সে জীবনই নষ্ট করে।"[৫১] সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন সম্ভব।

৪) অধ্যবসায় (المثابرة) **:** লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় অপরিহার্য। অধ্যবসায় হলো মানব জীবনের

[৪৬] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।
[৪৭] সুনান আত্‌ তিরমিযী- হা. ২৪৫৯।
[৪৮] نهج البلاغه।
[৪৯] সূরা আল 'আস্‌র : ১-২।
[৫০] সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১২।
[৫১] ابن قيم الجوزيه،اعلام الموقعين।

অদম্য প্রেরণা, যা মানুষকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এটি কোনো একদিনের উদ্যোগ নয়; বরং এটি দৈনন্দিন চেষ্টার ধারাবাহিক ধারা, যেখানে ধৈর্য ও সংকল্প একত্রে মিশে মানুষকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়।

ইসলামী দর্শনে অধ্যবসায় শুধুই এক ধরনের কঠোর শ্রম নয়; এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিয়মিত চেষ্টা ও মনন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি এবং আল্লাহ সদগুণে কর্মরতদের সাথে আছেন।"[৫২]

রাসূল (ﷺ) অধ্যাবসায়ের গুরুত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

المؤمن كمثل النخلة، لا تنكسر مع الرياح.

"মু'মিনের অবস্থার উদাহরণ খেজুর গাছের মতো; বাতাসে দুললেও সে ভেঙে পড়ে না।"[৫৩]

এ ব্যাপারে ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من لم يثابر فلن يبلغ أعلى مراتب العلم أو العبادة.

"যে অধ্যবসায় করে না, সে কখনো জ্ঞানে বা 'ইবাদতে উচ্চ মর্যাদা পেতে পারে না।"[৫৪]

অধ্যবসায় মানুষকে প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৫. ধারাবাহিকতা (الاستمرارية) **:** ধারাবাহিকতা প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের চাবিকাঠি। ছোট ছোট নিয়মিত প্রয়াস বড় সাফল্য এনে দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾

"সোজা হয়ে দাঁড়াও (ধারাবাহিক থেকো), যেমন- তোমাকে আদেশ করা হয়েছে।"[৫৫]

হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

"মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'আমল হলো তা-ই, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"[৫৬]

ইমাম তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الأعمال المستمرة الصغيرة تقود إلى النجاح العظيم.

"ধারাবাহিক ছোট ছোট 'আমলই মানুষকে বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।"[৫৭]

প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপ– লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সময় ব্যবস্থাপনা, অধ্যবসায় ও ধারাবাহিকতা –একত্রে মানুষকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করে। কুরআন ও হাদীসে প্রতিটি ধাপের গুরুত্ব স্পষ্ট এবং মনীষীদের অভিজ্ঞতা দেখায়, ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা ছাড়া কোনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে কেবল দুনিয়াতে নয়; বরং আখিরাতেও ফলপ্রসূ হয়।

★ তাই পরিশেষে বলতে হয় : প্রতিজ্ঞা ছাড়া শিক্ষার পথ প্রায়শই অস্থির ও অমসৃণ হয়। প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, সময়কে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করে এবং অধ্যবসায় ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যা তাকে কেবল সফল শিক্ষার্থী নয়; বরং সমাজে দায়িত্বশীল ও চিন্তাশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। মনীষীদের জীবন ও অভিজ্ঞতাও আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ছোট ছোট নিয়মিত প্রচেষ্টা দীর্ঘমেয়াদে বড় সাফল্য বয়ে আনে। শিক্ষা অর্জনের পথে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নে অটল থাকা হলো মানুষকে জ্ঞানী, নৈতিক ও সৃজনশীল করে গড়ে তোলার সর্বোত্তম মাধ্যম। এটি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ ও জাতির উন্নয়নেও অনন্য অবদান রাখে। শিক্ষার প্রতি প্রতিজ্ঞা তাই একধরনের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব, যা মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। ☒

---

[৫২] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৬৯।*
[৫৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১১।*
[৫৪] *الامام الشافعي،الرسائل ।*
[৫৫] *সূরা হূদ : ১১২।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৬৫।*
[৫৭] *ابن تيمه،مجموع الفتاوى ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

তাসবীহ গণনা : অজ্ঞতার অন্ধকারে আর কতদিন?

–জান্নাতুল মহল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

তাসবীহ কী?

তাসবীহ অর্থ- মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য। যে বাক্যের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা, মহিমা বা বড়ত্ব ঘোষণা করা হয়। যেমন- সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু-আকবর।

তাসবীহ কুরআন ও হাদীসের শব্দ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

"তুমি কি দেখো না, তিনি হলেন আল্লাহ, আসমান ও যমীনে যারা আছে সকলেই যাঁর প্রশংসাগীতি উচ্চারণ করে আর (উড়ন্ত) পাখীরাও তাদের ডানা বিস্তার করে? তাদের প্রত্যেকেই তাদের 'ইবাদত ও প্রশংসাগীতির পদ্ধতি জানে, তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে খুবই অবগত।"[৫৮]

আয়াতটিতে সুস্পষ্ট আসমান ও যমীনে, সকলেই প্রশংসাগীতি উচ্চারণ করে ও তারা 'ইবাদতের পদ্ধতি জানে, কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ তাসবিহ পড়া (প্রশংসাগীতি) বা 'ইবাদতের পদ্ধতি না জানা কি লজ্জাজনক নয়?

আমরা সাধারণতঃ আমাদের পরিবারে বা সমাজে ছোট ছোট গোল দানার মালাকে 'তাসবীহ' বলে থাকি। মহান আল্লাহর প্রশংসা সূচক বাক্যের নাম তাসবীহ। তাহলে, গোল গোল দানার মালাকে তাসবীহ বলা কত বড় ভুল? কত বড় অজ্ঞতার কারণে সূতায় গাথা সেই মালাকে তাসবীহ বলা হয়। এই অজ্ঞতা বা ভুল থেকে বের হয়ে আসার সময় কি এখনো হয়নি? আর কতদিন?

তাসবীহ কিভাবে গণনা করতে হয়?

তাসবীহ দু'হাতে বা বাম হাতে নয়; বরং ডান হাতে গণনা করতে হবে। কেননা, রাসূল (ﷺ) খানা-পিনাসহ সকল শুভ ও পবিত্র কাজ ডান হাতে করতেন এবং পায়খানা-পেশাব বা অন্যান্য কাজ বাম হাতে করতেন।[৫৯]

[৫৮] সূরা আন-নূর : ৪১।
[৫৯] সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২-৩৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : ৩. পবিত্রতা, হা. ৩৪৮।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[৬০] আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ডান হাতের গণনা কড়ে আঙুল দিয়ে শুরু করতে হয়, বুড়ো আঙুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত।

আঙুলে তাসবীহ গণনা : রাসূল (ﷺ) বলেন,

'তোমরা তাসবীহসমূহ আঙুলে গণনা করো। কেননা আঙুলসমূহ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে।'[৬১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"আজ আমি তাদের মুখে সীল মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের পা-গুলো সাক্ষ্য দেবে।"[৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা –তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে।"[৬৩]

দানা বা কঙ্কর দিয়ে তাসবীহ গণনা : দানা বা কঙ্কর দিয়ে 'তাসবীহ' **গণনা**র হাদীসটি যঈফ[৬৪] এবং 'তাসবীহ' মালায় গণনাকারী ব্যক্তি কতই না সুন্দর' মর্মে বর্ণিত মারফু হাদীসটি মাওযূ' বা জাল[৬৫]।

অতএব, প্রচলিত তাসবীহ মালায় বা অন্য কিছু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা সুন্নতবিরোধী 'আমল। তাছাড়া এতে 'রিয়া' অর্থাৎ- লোক দেখানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর 'রিয়া' হলো ছোট 'শির্ক'।[৬৬]

[৬০] *বায়হাক্বী- হা. ২/১৮৭; সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায়– ২ : সালাত; অনুচ্ছেদ– ৩৫৯, হা. ১৫০২।*
[৬১] *সুনান আবূ দাউদ; জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায়– ৯ : দু'আসমূহ, অনুচ্ছেদ– ৩, হা. ২৩১৬।*
[৬২] *সূরা ইয়া-সীন : ৬৫।*
[৬৩] *সূরা আন্ নূর : ২৪।*
[৬৪] *সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায়– ২ : সালাত, অনুচ্ছেদ– ৩৫৯ : কঙ্কর দ্বারা 'তাসবীহ' গণনা, হা. ১৫০০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৩১১।*
[৬৫] *মুসনাদে দায়লামী; য'ঈফাহ্- হা. ৮৩।*
[৬৬] *মুসনাদ আহমাদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায়– ২৬ : হৃদয় গলানো, অনুচ্ছেদ– ৫ : লোক দেখানো ও শুনানো, হা. ৫৩৩৪; সহীহাহ্- হা. ৯৫১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ফলে তাসবীহ পাঠের সকল নেকী নষ্ট হবার আশংকা থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার তাসবীহ পড়ার নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ﴾

অর্থ : "অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়, আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই।"[৬৭]

﴿فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ﴾

"তারা (বিদ্যা, উপহাসপূর্ণ ও অপমানজনক কথা) যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা করো। আর তাঁর প্রশংসা ঘোষণা করো রাত্রির একাংশে আর সালাতের পরে।"[৬৮]

সহীহ হাদীসগুলোতে অনেক সুন্দর অর্থপূর্ণ তাসবীহ আছে। আমরা সকাল-সন্ধ্যা সেই তাসবীহগুলো পড়ার চেষ্টা করব যেমন- "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম", "আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহ পরম পবিত্র ও মহিমান্বিত"।

মৃতের বাড়িতে তাসবীহ পাঠ : মৃত ব্যক্তির বাড়িতে একেবারেই সাধারণ চিত্র-প্রায় প্রত্যেকের হাতে হাতেই একটা প্রচলিত গোল গোল দানার মালা (যাকে তসবীহ বলা হয়)। কথা বলতে বলতে বা কাঁদতে কাঁদতে দানাগুলো ঘুরায়। এই বিষয়ে জানতে চাইলে বলে মৃত ব্যক্তির জন্য তসবীহ পড়ছি। কী পড়ছেন? বলে– কলেমা, দরুদ। কেন? মৃত ব্যক্তিকে দিব।

আশ্চর্যের বিষয়! এত গল্প, এত কথা, এত কান্নাকাটির মধ্যে যা পড়ছে– ১) তাতে মনোযোগ বা একাগ্রতা একেবারেই নেই। ২) তা শুধুমাত্র মৃতের পরিবারের বা নিজের সান্তনা, মৃতের জন্য কিছু করছি। ৩) নিজের কৃত 'আমল বা কর্ম মৃতকে কিভাবে দিব?

প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ﴾

"আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালক তালাশ করব? অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কোনো ভারবহনকারীই অন্যের গুনাহের ভার বহণ করবে না। অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদে লিপ্ত ছিলে (সেসব বিষয়ে প্রকৃত সত্য কোনটি)।"[৬৯]

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾

অর্থ : "যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততিরা ঈমানের সাথে পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিত করব। তাদের 'আমলের কোনো কিছু থেকেকেই তাদেরকে বঞ্চিত করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।"[৭০]

﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ○ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى ○ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى﴾

"আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা কোনো বোঝা বহনকারী বইবে না অপরের বোঝা আর এই যে, তার চেষ্টা সাধনার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে।"[৭১]

কোনো বহনকারী অন্যের পাপের বোঝা বইবে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ﴾

[৬৭] *সূরা আর্ রূম : ১৭-১৮।*
[৬৮] *সূরা ক্বা-ফ : ৩৯-৪০।*
[৬৯] *সূরা আল আন'আম : ১৬৪।*
[৭০] *সূরা আত্ তূর : ২১।*
[৭১] *সূরা আন্ নাজম : ৩৮-৪০।*

অর্থ : “কোনো বহনকারী অন্যের পাপের বোঝা বইবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বয়ে দেয়ার জন্য অন্যকে ডাকে তবে তার কিছুই বয়ে দেয়া হবে না –নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই তাদের প্রতিপালককে ভয় করে আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে। যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজের কল্যাণেই। আল্লাহর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।”[৭২]

মৃত ব্যক্তি তা নিবেই বা কিভাবে?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না, আর তোমরা যা করো তার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।”[৭৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾

অর্থ : “তুমিতো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও শুনাতে পারবে না আহ্বান, (বিশেষত) যখন তারা পেছনে ফিরে চলে যায়। তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। যারা আমার নিদর্শনাদিতে বিশ্বাস করে তুমি কেবল তাদেরই শুনাতে পারবে, কারণ তারা (আল্লাহর প্রতি) আত্মসমর্পণকারী।”[৭৪]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ﴾

অর্থ : “আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শোনান। যারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে শুনাতে পার না।”[৭৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

অর্থ : “তারা প্রাণহীন, জীবিত নয়, তাদের কোনোই চেতনা নেই কবে তাদেরকে (পুনর্জীবিত করে) উঠানো হবে।”[৭৬]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ﴾

অর্থ : “যে লোক ভালো কাজ করবে সে তার নিজের কল্যাণেই তা করবে আর যে মন্দ কাজ করবে তার কুফল সেই ভোগ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।”[৭৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿هُنَالِكَ تَبْلُوْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ﴾

অর্থ : “সেখানে প্রতিটি আত্মা তার পূর্বকৃত কাজ (এর ফলাফল) দেখতে পাবে। তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে, আর তাদের রচিত সকল মিথ্যা তাদের থেকে বিলীন হয়ে যাবে।”[৭৮]

অতএব, এগুলো কি সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতা নয়? এই পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসার সময় কি এখনো হয়নি? অজ্ঞতা বা ভুল আর কতদিন? ☒

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৭২] সূরা ফা-ত্বির : ১৮।
[৭৩] সূরা সাবা- : ২৫।
[৭৪] সূরা আর্ রূম : ৫২-৫৩ এবং সূরা আন্ নাম্‌ল : ৮০-৮১।
[৭৫] সূরা ফা-ত্বির : ২২।
[৭৬] সূরা আন্ নাহ্‌ল : ২১।
[৭৭] সূরা আল জা-সিয়াহ্ : ১৫।
[৭৮] সূরা ইউনুস : ৩০।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নিবন্ধ

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মায়োপিয়া : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

দীর্ঘ সীমান্ত বেষ্টিত বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম পড়শি রাষ্ট্র। স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশ ভারতবর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার ইতিহাসও সুবিদিত। স্বয়ং আলেকজান্ডার বাংলাদেশ অঞ্চলে বিজয়ের আগ্রহ থেকে পিছ-পা হয়েছিলেন। জেনেছিলেন তাদের শক্তিমত্তা প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার কথা। মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের সময় বাংলা শাসিত হয়েছে শাসনও করেছে। তবে বাংলা কেন্দ্রিক শাসন ছিল দীর্ঘকাল।

বাংলার মাটি, পানি, বায়ু ও জীবন উপকরণের সুলভতা মানুষকে যুগে যুগে বাংলাপ্রেমি করে তুলেছে। যারাই এসেছেন– আর ফিরে যাননি। বাংলাকে আপন দেশ, আপন জগত ভেবে বসবাস করেছেন যুগ যুগ ধরে, বংশ পরম্পরায়। সেন শাসন বাংলা কেন্দ্রিক হলেও বাংলাভাষা কিংবা বাঙালিরা সমাদৃত হয়নি; বরং বাংলাভাষা চর্চাকে 'রৌরব নরকে' যাবার ভয় দেখানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার-নির্যাতনে বাঙালিরা ক্ষেত্র বিশেষে জড়সড় হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের পাল শাসনে পল্লবিত ও বিকশিত বৌদ্ধধর্ম লীন হতে শুরু করেছিল ব্রাহ্মণদের ডরে। নাথপন্থ অবলম্বন করে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। ব্রাহ্মণরা ওদের নিঃশেষ করার জন্য গৌতম বুদ্ধকে দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত করতে কসুর করেন নি।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে আশীর্বাদস্বরূপ মুসলমানদের আগমন বাংলার ইতিহাসে মোড় নেয়। শাসন-লালন, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সূচিত হয় বাংলায় মুসলমান শাসনের যুগ। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ সাল অবধি বাংলার সুলতানরা স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে। দিল্লীর সুলতান কিংবা মুঘল শাসকদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে স্বাধীন থেকেছে। শুধু তাই-ই নয়, মুঘলদের পরাভূত করে বারো ভূঁইয়ারা বাংলার স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার প্রথম নবাব সুবেদার আলীবর্দী খানের উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারেন নি। পলাশীর বিপর্যয়ে মুসলমানরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজ্য শাসনের দুর্নিবার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি অবলম্বন করে ইংরেজ বেনিয়ারা স্পষ্টতই ধর্মীয় বিশ্বাসবোধকে পুঁজি করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখে। সৃষ্টি হয় ঘৃণা ও অবিশ্বাস। সেই ধারাবাহিকতাই নানান চড়াই-উতরাই শেষে ভাগ হয় দু'টি রাষ্ট্র, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান। এই বিভক্তির তত্ত্ব নিয়ে শুরু হয় কলহ। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পরস্পরের সম্পর্ককে আরো ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের বিভক্তির দিন থেকে শুরু হয় আমিত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তারের লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির চরম দুর্বলতা ধরা পড়ে। অন্তত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা আরো প্রকট হয়। দক্ষিণ এশিয়ার মালিক-মোখতার সাজবার ভেক ধারণ করতে গিয়ে দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির মায়োপিয়া ধরা পড়ে। বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা যেন মারাত্মক রূপ লাভ করে।

আমরা জানি যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি ও কূটনৈতিক সমীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এর ভেতরে কিছু সীমাবদ্ধতা ও স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন (মায়োপিক) দিক লক্ষ্য করা যায়, বিশেষকরে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। এই স্বল্পদৃষ্টি অনেক সময় আঞ্চলিক আস্থাহীনতার অনুঘটক

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইনস্টিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

হিসেবে দৃশ্যমান হয়। দ্বিপাক্ষিক মতানৈক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কাজ করে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশকে প্রায়শই নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে। সীমান্ত হত্যা, পাহাড়ি এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদ, কিংবা তথাকথিত অনুপ্রবেশ ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জনিত সংকট দেখা দিয়েছে। ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে আঞ্চলিক আস্থাহীনতা। ফলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক উন্নয়নভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অভিন্ন নদী ও পানিবন্টন ইস্যুতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির চরম দুর্বলতা বাংলাদেশিদের হতাশ করে তুলেছে। বাংলাদেশের জন্য পানি একটি অস্তিত্বমূলক প্রশ্ন হলেও ভারত দীর্ঘদিন ধরে অভিন্ন নদীর ন্যয্য পানি বন্টন সমাধানে দ্বিচারিতার ভূমিকা অবলম্বন করেছে। টিপাইমুখ বাঁধ কিংবা তিস্তাচুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের দীর্ঘসূত্রতা বাংলাদেশে ক্ষোভ তৈরি করেছে। এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বাংলাদেশকে আহত করেছে। বাড়িয়েছে দূরত্ব ও সন্দেহ।

ভারত বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে বিবেচনা করে। এটি সন্দেহাতীতভাবে তাদের মায়োপিয়া। কেননা 'পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্ব' রাষ্ট্রসমূহের ঔদার্য ও সৎ প্রতিসুলভ আচরণের মানদণ্ড। ভারত এ সকল তত্ত্বকে সামান্যতম তোয়াক্কা না করে বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা গড়ে তুলেছে। দেশদু'টির বাণিজ্যিক ঘাটতি পর্বতসম। ফলশ্রুতিতে একতরফা সুবিধা ভোগের কারণে বাংলাদেশে আশঙ্কা তৈরি করেছে।

সীমান্ত সমস্যা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আরো মলিন ও দুঃসহ করে তুলেছে। গরু পাচার, সীমান্ত হত্যা, তথাকথিত অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ভারতের কঠোর অবস্থান বাংলাদেশকে বিব্রত করে তোলে। বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার মতো ঘটনা-কুটনৈতিক সম্পর্ককে বারবার সংকটে ফেলে। কুড়িগ্রাম সীমান্তে ফেলানী হত্যা ও অধুনা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে পুশইনের মতো বর্বর-মানসিকতা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে। আন্দামান সাগরে রোহিঙ্গাদের নিক্ষেপ প্রশ্নে বিশ্বমানবতা হতবাক হয়ে পড়েছে। বাংলাভাষী কিংবা মুসলমান হলেই চড়াও হওয়ার হাজারো সংবাদ সকলকে বিমর্ষ করে তুলেছে। 'আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি এখন রাষ্ট্রহীন' শিরোনামের সংবাদটি বোদ্ধামহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। স্বামী ও আট বছরের ছেলেসহ অন্তঃসত্ত্বা সোনালী বিবিকে দিল্লী পুলিশ 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশইন)।

জানা গেছে ২৯ বছর বয়সী সোনালি বিবির পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। তারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দু'দশক ধরে দিল্লিতে বসবাস করছিলেন। দিল্লী থেকে বীরভূমের আরেকটি পরিবারকেও আটক করেছে দিল্লী পুলিশ। এই পরিবারের সদস্যরা হলেন সুইটি বিবি (৩২) ও তার দুই ছেলে। তাদের বয়স ৬ ও ১৬ বছর। অভিবাসন আইনে পরিবার দু'টো গ্রেফতার হয়েছে।

বাংলাদেশে সোনালী ও সুইটি পরিবারের গ্রেফতারের ঘটনা 'গভীর উদ্বেগের' বলে উল্লেখ করেছেন ওয়েস্টবেঙ্গল মাইগ্রান্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সমীরুল ইসলাম। রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের এই সদস্য বলেন, 'সোনালী অন্তঃসত্ত্বা, তাদের সঙ্গে শিশুও রয়েছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক অর্নবপাল বলেন, এখন তারা রাষ্ট্রবিহীন মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাহলে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু ভাষা ও সংস্কৃতির কারণে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে তা কী মেনে নেয়া যায়? যে দেশের নাগরিক সেবা নাগরিকদের অধিকার নিয়ে টিকে থাকতে দেয় না; তাহলে সে দেশের মানবতা কী পরিমাণ বিপর্যস্ত সে প্রশ্ন আসতেই পারে। প্রকারান্তরে ভেসে উঠে সে দেশের মানুষ-মানবতার ভয়াল দশা!

ইতঃপূর্বে আমার একটা লেখায় বলেছি, সোনালী-সুইটিদের মতো গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, আসামসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কথিত অবৈধ বাংলাদেশি আটকের অভিযান চলছে। গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্‌, দরগা ও মাজার। শুধুমাত্র আসামেই কালের সাক্ষী অনেক পুরোনো

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কয়েক হাজার মাদ্‌রাসা গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এভাবে ভারতের মায়োপিক পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে ম্রিয়মান করে তুলেছে।

আঞ্চলিক রাজনীতিতে পাকিস্তান-চীন ফ্যাক্টের সাথে বাংলাদেশকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে প্রায়শই চীন বা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের পাল্টা সমীকরণে মূল্যায়ন করে। অর্থাৎ- বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে দেখার পরিবর্তে কেবল ভারতের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব ঠেকানোর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। স্বীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে দলবিশেষকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় ষোল বছরের দুঃশাসন ভারতের ছত্রছায়ায় সম্ভব হয়েছে। 'ডামি', 'নিশি' কিংবা 'ভোটারবিহীন' নির্বাচনে ভারত সরকারের নিরন্তর সাফাই দলবিশেষকে সাহস যুগিয়েছে। গুম, হত্যা ও রাজনৈতিক নির্যাতন তখনই করা যায়, যখন প্রতিবেশীদের সহযোগিতা থাকে। ভারতের মায়োপিক পররাষ্ট্রনীতির সবচাইতে বড় দুর্বলতা ছিল অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান। বিশ্বব্যাপী আওয়ামী সরকারের দুর্নীতি ও অনাচারের ঘটনা আর অবিদিত নয়। সেখানে পুনর্বার দিল্লী ও পশ্চিম বাংলায় দলটির কার্যালয় খুলবার সুযোগ করে দিয়ে অন্যায় অপকর্মকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। গোয়েবলসীয় নীতি হলো নির্জলা মিথ্যাকথা বারবার উচ্চারিত হলে সত্যে রূপান্তরিত হয়। সে পথেই হাঁটছে একটি দল ও পড়শিদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভাবুকরা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এই মায়োপিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে অস্থিরতা ও সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অথচ বাংলাদেশ ভারতের জন্য কেবল একটি প্রতিবেশীই নয়; বরং একটি ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অংশীদার। যদি ভারত তার পররাষ্ট্রনীতিকে নিরাপত্তা কেন্দ্রিক সংকীর্ণতা থেকে বের করে এনে সমতা, আস্থা ও পারস্পরিক উন্নয়নভিত্তিক সহযোগিতার ওপর দাঁড় করাতে পারে, তবে দু'দেশের সম্পর্ক আরো গভীর ও টেকসই হবে। ☒

শিশুকাব্য চর্চা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

[১৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা ও সাহিত্যচর্চা পাশ্চাত্য চিন্তা ও দর্শনের অন্ধ অনুকরণে গড়ে ওঠেছে –যা ধর্মকে জীবনের মূল স্রোত থেকে ছিটকে ফেলতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে উন্নত সমাজ মানে ধর্মহীন, তথাকথিত 'ফ্রি-থিংকার' সমাজ। তারা গানে, সুরে, চিত্রে ও নৃত্যে শিশুদের 'আত্মিক উন্নতি' দেখতে পান! অথচ ইসলামী সাহিত্য শিশুকে গড়ে তোলে আল্লাহভীরু, সৎচরিত্রবান ও জ্ঞানপিপাসু প্রকৃত মানুষ হিসেবে –এটা তারা মানতেই চান না।

তবে আজকের 'ইসলামী পুনর্জাগরণ' আমাদের এ বিকৃত প্রবণতা থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছে পশ্চিমা চিন্তার ধোঁকাবাজি এবং 'শিল্প' ও 'সাহিত্য'র নামে তারা বিশ্বাসহীনতা প্রচার করছে। তাই শিশুদের জন্য ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য বিশেষত ইসলামী শিশুকাব্যের চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি। অতীতে মুসলিম কবিগণ যেভাবে ইসলামী ভাবধারায় শিশুকাব্য রচনার পথ দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে আজকের কবিদের দায়িত্ব সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শিশুদেরকে ইসলামী ভাবধারার শিশুকাব্য উপহার দেয়া।

ইসলামী সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নাজীব আল কিলানীর মতে, শিশুকাব্য হওয়া উচিত ইসলামী মূল্যবোধ ও বিশ্বাসভিত্তিক চিন্তার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি যেন দায়িত্বের এক দীপ্ত শিখা হয়ে ওঠে –যা মুসলিম শিশুর কল্যাণে নিবেদিত। সেই শিশুর জন্য, যাকে বিভ্রান্তির শক্তি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চায়, আর যাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় কুমন্ত্রণা ও অপপ্রচারের তীক্ষ্ণ তীর। শিশুসাহিত্যের কবি হবেন– একজন দায়িত্বশীল প্রহরী ও আমানতদার। তার উচিত– সে কী লিখছে, তা' গভীরভাবে বোঝা এবং তা' কী প্রভাব ফেলবে –এই উপলব্ধি নিয়ে কলম ধরা। কারণ, তার কবিতা শুধুমাত্র আজকের প্রজন্মের জন্য নয়; বরং আগামী দিনের শিশুরও মনন গড়বে; এবং সেসব শিশুই একদিন এই উম্মাহকে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে নেতৃত্ব দেবে।

অতএব আসুন, আমরা শিশুসাহিত্যের জনপ্রিয় শাখা শিশুকাব্যকে ফিরিয়ে নিই তার মূল উৎসে– ইসলামে। যেন আমাদের শিশুরা বেড়ে ওঠে সুসাহিত্যের আলোতে। সেই আলো যেন হয়– ঈমানের, হিদায়াতের এবং নৈতিকতার আলোয় দীপ্তিময়। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কাসাসুল কোরআন

ক্বওমে লূত (আলায়হিস সালাম)-এর অপকর্ম

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

লূত (আলায়হিস সালাম)-এর জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম এই অপকর্মের প্রবণতা দেখা দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই জঘন্য অপকর্ম তারা প্রকাশ্যে করে আনন্দ লাভ করত। সেই বিকৃত রুচি হলো সমকামিতা। পৃথিবীতে তারাই প্রথম সমকামিতার পথকে উন্মুক্ত করে। লূত (আলায়হিস সালাম) তাদের এ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন। আল্লাহর ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা লূত (আলায়হিস সালাম)-এর আদেশ অমান্য করেছিল। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَ ضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ ۞ وَ جَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَ مِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِيۡ ضَيۡفِيۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ۞ قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِيۡ بَنٰتِكَ مِنۡ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيۡدُ ۞ قَالَ لَوۡ اَنَّ لِيۡ بِكُمۡ قُوَّةً اَوۡ اٰوِيۡۤ اِلٰى رُكۡنٍ شَدِيۡدٍ ۞ قَالُوۡا يٰلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنۡ يَّصِلُوۡۤا اِلَيۡكَ فَاَسۡرِ بِاَهۡلِكَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّيۡلِ وَ لَا يَلۡتَفِتۡ مِنۡكُمۡ اَحَدٌ اِلَّا امۡرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيۡبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمۡ ؕ اِنَّ مَوۡعِدَهُمُ الصُّبۡحُ ؕ اَلَيۡسَ الصُّبۡحُ بِقَرِيۡبٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۬ۙ مَّنۡضُوۡدٍ﴾

"এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লূতের নিকট এলো, তখন তাঁদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজকে তাঁদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল– 'এটা নিদারুণ দিন!' তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল– 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?' তারা বলল– 'তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানোই।' সে বলল– 'তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের! তারা বলল– 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশ্তা। তারা কখনই তোমার নিকট পৌছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না; তোমার স্ত্রী ব্যতীত। তাদের যা ঘটবে, তারও তা-ই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর।"[৭৯]

ফেরেশ্তারা ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং লূত (আলায়হিস সালাম)-এর বাসভূমিতে বা তার বাড়িতে পৌছেন। তাঁরা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন লূত (আলায়হিস সালাম)-এর ক্বওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত (আলায়হিস সালাম) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় ক্বওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে ঘোর প্যাঁচ খেতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেন, "যদি আমি এদেরকে মেহমান হিসেবে রেখে দেই, তবে খুব সম্ভব আমার ক্বওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুস্কার্য করার উদ্দেশ্যে) দৌড়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসেবে আমার বাড়িতে না রাখি তবে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।" তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল– আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার ক্বওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কিবা ঘটবে!"

ইমাম সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশ্তারা দুপুরের সময় নাহরে সুদূমে পৌছেন। সেখানে লূত (আলায়হিস সালাম)-এর কন্যা পানি নিতে আসলে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন : "এখানে আমরা কোথায় অবস্থান করতে পারি?" লূত (আলায়হিস সালাম)-এর কন্যা উত্তরে বলেন : "আপনারা এখানে থাকুন, আমি ফিরে এসে উত্তর দিচ্ছি।" তিনি ভয় পেলেন যে, ক্বওমের লোকেরা যদি এদেরকে পেয়ে যায় তবে তো এরা খুবই অপদস্থ হবেন। তাই তিনি বাড়ি গিয়ে তাঁর পিতাকে বলেন : "শহরের দরজার ওপর কয়েকজন বিদেশী যুবককে আমি দেখে এলাম, যাদের মতো সুদর্শন লোক আমি জীবনে দেখিনি। যান, তঁদেরকে নিয়ে আসুন, নতুবা আপনার ক্বওম তাঁদের প্রতি যুল্ম করবে।"

[৭৯] *সূরা হূদ : ৭৭-৮২।*

সূচীপত্র

ঐ গ্রামের লোকেরা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে বলে রেখেছিল, "কোনো বিদেশী লোক এখানে আসলে তুমি তাকে তোমার কাছে রাখবে না। আমরাই সব কিছু করবো।"

কন্যার মুখে খবর শুনে তিনি গিয়ে গোপনীয়ভাবে তাঁদেরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। কেউই এ খবর জানতে পারলো না। কিন্তু তারই মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ শোনামাত্রই তাঁর ক্বওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুস্কার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নবী লূত (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন : "তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ করো।" স্ত্রীলোকদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করো।" অর্থাৎ- 'আমার কন্যাগুলো' একথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের যেন পিতা। লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর ক্বওমকে বললেন, স্ত্রী লোকেরাই এ কাজের যোগ্য; সুতরাং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে তোমাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, এটাই হবে পবিত্র কাজ।

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর ক্বওমকে তার নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি; বরং নবী তাঁর সমস্ত উম্মতের পিতাস্বরূপ।

ইমাম ইবনু জুরাইজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, লূত (আলাইহিস সালাম) স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে না করেই তাদের সাথে মেলা-মেশা করতে বা সহবাস করতে বলেছেন; তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না; বরং তিনি স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে সহবাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফেরেশ্তাগণ লূত (আলাইহিস সালাম)-এর মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেন, হে লূত (আলাইহিস সালাম)! আমরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে সরে পড়বেন। আপনি নিজে তাদের পেছনে থাকবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। আপনাদের কেউই যেন ক্বওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। এর থেকে তারা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবে না, সে তার ক্বওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা, তার ক্বওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফায়সালা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়েই গেছে।

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী ও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় ক্বওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার ক্বওম!' একথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

লূত (আলাইহিস সালাম)-কে আরো সান্তনা দানের জন্যে তাঁর ক্বওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন যে, সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর সকাল তো খুবই নিকটে।

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর ক্বওম তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা তাঁর দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং নিজের ডানা দ্বারা তাদের মুখের ওপর আঘাত করেন। ফলে তাদের চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাদের সকলকে একত্রিত করে তাদের ঘর-বাড়ি ও গবাদি পশুগুলোসহ উপরে উঠিয়ে নেন। এমনকি তাদের শব্দ এবং তাদের কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ আকাশের ফেরেশ্তাগণ শুনতে পান। জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর ডান দিকের ডানার কিনারার ওপর তাদের গোটা বস্তিকে উঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ওটাকে যমীনে উল্টিয়ে দেন। ফলে তারা পরস্পর ভীষণভাবে ধাক্কা খায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, তাদের মোট চারটি গ্রাম ছিল এবং প্রতিটি গ্রামে এক লাখ করে লোক বসবাস করতো।

লূত (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ তা'আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে নবুওয়াত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, সা'বাহ ও সা'ওয়াহ নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এই জাতিটির বসবাস ছিল। এই জাতির কেন্দ্রীয় শহর ছিল 'সাদুম' নগরী। সাদুম ছিল সবুজ শ্যামল এক নগরী। কারণ এখানে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রা বেপরোয়া করে তোলে তাদের। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ মাসায়িল

কুরআন কি মহান আল্লাহর সৃষ্টি?

ভূমিকা : ইসলামী ‘আক্বীদার (বিশ্বাসব্যবস্থা) মধ্যে কুরআনের অবস্থা এবং প্রকৃতি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং মুসলিম সমাজে এক বৃহৎ তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব রেখেছে। কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী। ইসলামী তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহর কোনো গুণ বা সিফাত (যেমন- কথা বলা, শোনা, দেখা) কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। যদি কুরআনকে সৃষ্টি বলা হয়, তার মানে আল্লাহর কালামকে ধ্বংসশীল বা পরিবর্তনশীল ধরা –যা ইসলামী ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী কুফ্‌রী।

১. মহান আল্লাহর সত্ত্বা ও সিফাতের দৃষ্টিকোণ : মহান আল্লাহর যাত (সত্ত্বা)– অনাদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

মহান আল্লাহর সিফাত : যেমন- কালাম (বাণী), জানা, দেখা, শোনা –সবই অনাদি এবং অবিনশ্বর।

সুতরাং কুরআন যা আল্লাহর কালাম তা সৃষ্টি নয়।

তাত্ত্বিক যুক্তি : সিফাত কখনো জাত থেকে আলাদা হয় না। আল্লাহর জাত যেমন অনাদি, তেমনি সিফাতও অনাদি। কুরআনকে সৃষ্টি ধরা মানে আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করা।

কুরআনের প্রমাণ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন, যা সংরক্ষিত কিতাবে রয়েছে।”[৮০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, “তোমার প্রতিপালকের কিতাব থেকে যা নাযিল হয়েছে তা পাঠ করো। তাঁর কালাম পরিবর্তন করার কেউ নেই।”[৮১]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “কোনো মুশরিক যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।”[৮২]

২. ইতিহাসে “কুরআন মাখলূক” বিতর্ক–

বিদ‘আতী গোষ্ঠীর উত্থান : মুতাযিলা, জাহমিয়া ও আহলুল কালাম প্রভৃতি গোষ্ঠী প্রথমে কুরআনকে সৃষ্টি হিসেবে প্রচার করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর সব সিফাতকে অস্বীকার করা এবং যুক্তিবাদী দর্শনের মাধ্যমে ইসলামকে ‘রূপান্তরিত’ করা।

আব্বাসী খেলাফতের প্রভাব : খলীফা মামুন (১৯৮-২১৮ হিজরি), যিনি মুতাযিলাদের প্রভাবাধীন ছিলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে এ মতবাদ চাপিয়ে দেন। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) কারাবরণ, নিপীড়ন সহ্য করেন কিন্তু কখনো কুরআনকে সৃষ্টি বলেননি।

সমাধান ও বিজয় : খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২ হিজরি) ক্ষমতায় এসে ফিতনা সমাপ্ত করেন।

আহলুস সুন্নাহর ‘আক্বীদাহ্ বিজয়ী হয় এবং মুসলিম বিশ্বে “কুরআন অসৃষ্টি” বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়।

৩. ‘আক্বীদাহ্ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ–

কুরআনের প্রকৃতি : আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। অক্ষর, শব্দ ও অর্থ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। বাহ্যিক মাধ্যম যেমন- জবান, আওয়াজ, কলম, কাগজ –সবই সৃষ্টি। তবে যা বাহ্যিক মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, তা মাখলূক নয়; বরং মহান আল্লাহর কালামের অংশ।

উদাহরণ : মানুষের হৃদয় মহান আল্লাহর সৃষ্টি। হৃদয়ে হিফজকৃত কুরআন –মাখলূক নয়। জবান দিয়ে পাঠ করা বা আঙুল দিয়ে লেখা –এসব মাধ্যম সৃষ্টি হলেও কুরআন সৃষ্টি নয়। শায়খ হাফেয আল হাকামী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

“কুরআন প্রকৃত অর্থেই মহান আল্লাহর কালাম। অক্ষরসমূহ ও অর্থ উভয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। জবান দিয়ে পাঠ, হাতে লেখা, চোখ দিয়ে দেখা –এসব বাহ্যিক মাধ্যম সৃষ্টি, কিন্তু কুরআন মাখলূক নয়।”

৪. ইসলামী শিক্ষাবিদরা ঐক্যমত–

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) : “কুরআন সৃষ্টি নয়; যে বলবে, সে জাহমি কাফির।”

ইবনু আব্দুল ইয হানাফি (রাহিমাহুল্লাহ) : চার মাজহাবসহ পূর্বসূরী ও পরবর্তী সকল ইমাম একমত যে, কুরআন মাখলূক নয়।

ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) : বিদ‘আতীদের যুক্তি ভেঙে বলেন, আল্লাহর কালামকে মাখলূক ধরা শির্‌ক ও কুফ্‌র।

৫. ‘আক্বীদার ফলাফল : যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলূক বলে, সে কাফির। তাওবাহ্ ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এটি ইসলামী ‘আক্বীদার মৌলিক এবং অবিচলীয় নীতি।

উপসংহার : কুরআন মহান আল্লাহর কালাম, সৃষ্টি নয়। ইতিহাসে যারা কুরআনকে মাখলূক বলেছে, তারা বিদ‘আতী ও কুফ্‌রপ্রবণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বসম্মত ঐক্যমত রয়েছে। মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য যে, এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে : “আল-কুরআন গায়রু মাখলূক”। ☒

[৮০] *সূরা আল ওয়া-ক্বি‘আহ্ : ৭৭-৭৮।*
[৮১] *সূরা আল-কাহ্‌ফ : ২৭।*
[৮২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ডিজিটাল মুদ্রা ও ব্লকচেইন : নতুন অর্থনৈতিক বিপ্লব

-মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম*

আজকের বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল রূপান্তর এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। নগদ অর্থের ব্যবহার দিন দিন কমছে, তার পরিবর্তে ডিজিটাল মুদ্রা ও ব্লকচেইন প্রযুক্তি দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC) এখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এটি শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়; বরং অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বাণিজ্যের জন্য এক নতুন বিপ্লব।

ডিজিটাল মুদ্রা : প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

ডিজিটাল মুদ্রা মূলত দুই ধরনের– বেসরকারি ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন- বিটকয়েন, ইথেরিয়াম) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা বা CBDC। ক্রিপ্টোকারেন্সি বিকেন্দ্রীভূত হওয়ায় এর দাম অত্যন্ত অস্থির এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিপরীতে, CBDC হলো একটি বৈধ মুদ্রা যা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যু করে। এটি স্থিতিশীল, বিশ্বাসযোগ্য এবং অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা আনে। চীন, ভারত ও ইউরোপ ইতোমধ্যে CBDC চালু বা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তি : নিরাপদ ও স্বচ্ছ লেনদেন

ডিজিটাল মুদ্রার ভিত্তি হলো ব্লকচেইন প্রযুক্তি। এখানে প্রতিটি লেনদেন একটি "ব্লকে" সংরক্ষিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে "চেইনে" যুক্ত হয়। প্রতিটি ব্লক নেটওয়ার্কের অসংখ্য কম্পিউটারে যাচাই হয়, ফলে ডেটা পরিবর্তন বা হ্যাকিং প্রায় অসম্ভব। এ প্রযুক্তি শুধু আর্থিক লেনদেন নয়, ভূমি রেজিস্ট্রি, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেও ভবিষ্যতে ব্যবহার হতে পারে।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : বাংলাদেশে এখনও নগদ অর্থের ব্যবহার ব্যাপক হলেও, ডিজিটাল লেনদেন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS), QRভিত্তিক পেমেন্ট, ই-কমার্স ট্রাঞ্জাকশন এবং POS মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন লাখো লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকবহির্ভূত জনগোষ্ঠী এখনো বাদ পড়ে যাচ্ছে। CBDC চালু হলে তারা সহজেই ডিজিটাল আর্থিক সেবার আওতায় আসবে, ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

ক্যাশলেস বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ও CBDC-এর প্রাসঙ্গিকতা : বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই "Cashless Bangladesh" কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। QR Codeভিত্তিক আন্তঃব্যাংক লেনদেন, ডিজিটাল গেটওয়ে ও স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত শক্ত করা হচ্ছে। CBDC এ উদ্যোগের একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। এটি চালু হলে QR কোড, মোবাইল ওয়ালেট ও ব্যাংক অ্যাপগুলো আরো ইন্টিগ্রেটেড হবে, আর গ্রাহকরা নগদ অর্থ ছাড়াই নির্ভরযোগ্য ও সহজ লেনদেন করতে পারবেন।

অর্থনীতিতে সম্ভাব্য প্রভাব : CBDC চালু হলে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স দ্রুত ও সাশ্রয়ী হবে। ছোট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা নগদবিহীনভাবে লেনদেন করতে পারবেন, যা খরচ কমাবে ও ব্যবসা সহজ করবে। সরকারি রাজস্ব আয় বাড়বে কারণ সব লেনদেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রেকর্ড হবে। এর পাশাপাশি, ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা বাড়বে, অর্থপাচার ও অবৈধ লেনদেন কমবে।

চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি : তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও সাইবার নিরাপত্তা শক্তিশালী করা জরুরি। সাধারণ জনগণের ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে হবে, নতুবা তারা নতুন ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়বে। আইনগত কাঠামো ও নীতিমালা যথাযথভাবে প্রণয়ন না হলে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। CBDC চালুর আগে পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পাইলট প্রোগ্রাম এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা : ডিজিটাল মুদ্রা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ফিনটেক হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আঞ্চলিক বাণিজ্যে ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার সহজ হবে, বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহও বাড়তে পারে। সময়মতো প্রস্তুতি নিলে বাংলাদেশ এই নতুন অর্থনৈতিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে। ☒

* *সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও ব্যাংক কর্মকর্তা।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা

-মো. মনিরুজ্জামান*

দায়িত্ব অবহেলা করা চরম অপরাধ। দায়িত্ব অবহেলা হলো খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা, যা মহান আল্লাহর নিকট অতি ঘৃণিত। দায়িত্ব অবহেলা করা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর সাথে খিয়ানত করা।

দায়িত্ব কী?

দায়িত্ব (أمانة -আমানাহ) মানে হলো– যে দায়িত্ব বা দায়িত্বশীলতা আল্লাহ, রাসূল (ﷺ) কিংবা মানুষ আমাদের ওপর অর্পণ করেছে– তা যথাযথভাবে পালন করা।

এর মধ্যে রয়েছে– ইসলামের হুকুম পালন করা, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারে দায়িত্ব পালন করা, নিজের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।

১. আমানত আদায়ের নির্দেশ : হাদীসের প্রমাণ– দায়িত্ব অবহেলা করা মুনাফিক্বের লক্ষণ। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

মুনাফিক্বের তিনটি লক্ষণ আছে– যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে।”[৮৩]

এখানে আমানত আদায় মানে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

ইসলামী সংগঠনের দায়িত্ব : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামে প্রতিটি দায়িত্বই একটি আমানত। পরিবার, রাষ্ট্র কিংবা কোনো ইসলামী সংগঠন –যেখানেই দায়িত্ব দেয়া হোক, তা আদায় করা আবশ্যক। কারণ দায়িত্ব অবহেলা করা মানে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর সাথে খিয়ানত করা। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর মতো সংগঠনের প্রতিটি নেতা, দায়িত্বশীল ও সদস্যের জন্য এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনের নির্দেশনা : আমানত যোগ্যদের হাতে তুলে দাও। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দাও যারা এর যোগ্য।”[৮৪]

এখানে আমানত অর্থ শুধু টাকা-পয়সা নয়; বরং সব দায়িত্ব, পদ, নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা। সংগঠনের দায়িত্ব অবশ্যই যোগ্য, সৎ ও আমানতদার ব্যক্তির হাতে দিতে হবে। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

“যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।”[৮৫]

সালাফে সালেহিনের বক্তব্য : ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

“দায়িত্ব যদি অযোগ্যদের হাতে যায় তবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে; আর যোগ্যদের হাতে দায়িত্ব থাকলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ আসবে।”[৮৬]

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পরিণতি : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“যারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে বন্ধন দৃঢ় করতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস।”[৮৭]

প্রতারণা সংগঠন ভঙ্গ করে– সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়া আসলে একটি অঙ্গীকার। এতে অবহেলা করা অভিশাপ ডেকে আনে।

চুক্তি ও দায়িত্ব পূরণের নির্দেশ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾

“তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে।”[৮৮]

অর্থাৎ- প্রতিটি দায়িত্বই এক প্রকার চুক্তি, যা অবহেলার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কিয়ামতের দিন কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল : রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।”[৮৯]

সংগঠনের নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য –সবার দায়িত্ব রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।

---

*সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, কেশবপুর মনিরামপুর উপজেলা শাখা।

[৮৩] সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৯।

[৮৪] সূরা আন্-নিসা : ৫৮।

[৮৫] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯।

[৮৬] মাজমু আল-ফাতাওয়া- ২৮/১৬।

[৮৭] সূরা আর্ রা‘দ : ২৫।

[৮৮] সূরা ইস্‌রা : ৩৪।

[৮৯] সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

দায়িত্ব অবহেলার কঠিন শাস্তি : রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“যে ব্যক্তি লোকদের দায়িত্বে নিয়োজিত হলো এবং সে তাদের কল্যাণে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিলো না, সে জান্নাতের দরজা থেকে বঞ্চিত হবে।”[৯০]

সংগঠনের দায়িত্বে অবহেলা করা জান্নাত থেকে বঞ্চনার কারণ।

প্রতারণা সংগঠন ভঙ্গ করে– সংগঠনের কাজে অবহেলা বা খিয়ানত করা প্রতারণা, আর প্রতারণাকারী রাসূল (ﷺ)-এর উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[৯১]

সংগঠনের কাজে অবহেলা বা খিয়ানত করা প্রতারণা, আর প্রতারণাকারী রাসূল (ﷺ)-এর উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

দায়িত্ব পালন না করা বিশ্বাসঘাতকতা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব : সংগঠনের নেতৃত্ব একটি বড় দায়িত্ব। আমীর, সভাপতি কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি আমানত রক্ষা না করেন তবে পুরো সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দা'ওয়াতি দায়িত্ব : আহলে হাদীসের মূল কাজ হচ্ছে সহীহ 'আক্বীদাহ্ ও সহীহ সুন্নাহর প্রচার। দা'ওয়াতের কাজে অবহেলা করা মানে দায়িত্বে খিয়ানত।

সদস্যদের দায়িত্ব : শুধু নামের সাথে 'সদস্য' হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণ, দ্বীনি প্রচার, ও নেতৃত্বকে সহযোগিতা করা আবশ্যক।

শৃঙ্খলা বজায় রাখা : দ্বীনি সংগঠন মহান আল্লাহর জন্য হয়। তাই একে ব্যক্তিগত স্বার্থ, গাফেলতি বা দায়িত্ব অবহেলার মাধ্যমে দুর্বল করে ফেলা বড় গুনাহ। সংগঠনের দায়িত্ব একটি 'ইবাদত। দায়িত্ব অবহেলা করা মানে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর সাথে প্রতারণা করা।

দায়িত্বশীল ও সদস্য সবাইকে মনে রাখতে হবে– কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রত্যেক নেতা আমানতদার : রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“তোমাদের প্রত্যেকেই নেতা, আর প্রত্যেককে তার নেতৃত্বাধীনদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ইমাম (শাসক) জনগণের ওপর দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে; পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে; স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে প্রশ্ন করা হবে...।”[৯২]

নেতৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কতা : রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“নেতৃত্ব এক ধরনের আমানত। কিয়ামতের দিন তা অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে, তবে যে ব্যক্তি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে তার জন্য তা মর্যাদা হবে।”[৯৩]

প্রতিটি মানুষকেই তার দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। দায়িত্ব অযোগ্যদের দিলে কিয়ামতের আলামত। দায়িত্বশীল যদি আমানত রক্ষা না করে তবে তা কিয়ামতে লাঞ্ছনার কারণ হবে। প্রত্যেকেই ছোট বা বড় কোনো না কোনো দায়িত্বশীল। দায়িত্ব অবহেলা করলে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে। দায়িত্ব অবহেলা করা কেবল মানুষের সাথে খিয়ানত নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সরাসরি খিয়ানত। এটি মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য।

দায়িত্ব অবহেলা সমাজে অবিচার, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস ডেকে আনে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, আল্লাহর হুকুম অমান্য করা, কিয়ামতের বড় লক্ষণ।

তাই, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। সেটা 'ইবাদত হোক, পরিবার হোক, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হোক অথবা সাধারণ সামাজিক দায়িত্ব –সবই মহান আল্লাহর কাছে আমানত।

চুক্তি ও দায়িত্ব পূরণের নির্দেশ : দায়িত্ব পালন না করা বিশ্বাসঘাতকতা, দায়িত্ব ভঙ্গ করা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। নেতা বা দায়িত্বশীলের জবাবদিহিতা, আল্লাহ তা'আলা মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্বের হিসাব নেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, যা তারা করতো।”[৯৪]

দায়িত্বের প্রতিটি বিষয় মহান আল্লাহর সামনে হিসাব দিতে হবে।

দায়িত্বে গাফিলতির শাস্তি : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”[৯৫]

পরিবারের দায়িত্ব অবহেলা করা মানেই তাদেরকে জাহান্নামের পথে ছেড়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা মানুষের

---

[৯০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২।*
[৯১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০১।*
[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৫৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।*
[৯৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৫৮।*
[৯৪] *সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত : ২৪।*
[৯৫] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ওপর অর্পিত দায়িত্বের হিসাব নেবেন। দায়িত্ব অবহেলা, প্রতারণা, আর প্রতারণাকারীর জান্নাত হারাম।

দায়িত্ব অবহেলা করা চরম অপরাধ, দায়িত্ব অবহেলা হলো খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা, যা মহান আল্লাহর নিকট অতি ঘৃণিত।

দায়িত্ব অবহেলা করা কেবল অন্যায়ের নাম নয়; বরং চরম গুনাহ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) দায়িত্ব অবহেলাকারীদের কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন।

পরিবারের দায়িত্ব হোক, সমাজ-রাষ্ট্রের দায়িত্ব হোক, অথবা দ্বীনের দায়িত্ব –সবক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে অবহেলা মহান আল্লাহর আইনকে অমান্য করে।

আমানতের দায়িত্ব পালন আবশ্যক : দায়িত্ব পালন করা শুধু সামাজিক বা সাংগঠনিক আমানত নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি শরঈ নির্দেশনা। দায়িত্বে অবহেলা করা ঈমানের খেয়ানত, আর আমানত রক্ষা করা হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

কুরআনের নির্দেশনা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর তারা হচ্ছে, যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।"[৯৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আর তারা হচ্ছে, যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করে।"[৯৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাহলে যে ব্যক্তি আমানত রাখে, সে যেন তার পালনকর্তার ভয় করে এবং আমানত আদায় করে।"[৯৮] আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আমানতকে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তা থেকে ভীত হলো। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করল। নিশ্চয়ই মানুষ ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ।"[৯৯]

এখানে আমানত বলতে শুধু টাকা-পয়সা নয়; বরং সব ধরনের দায়িত্ব, জ্ঞান, ইমামত ও নেতৃত্ব, শিক্ষকতার দায়িত্ব, বিচারকার্য, পরিবার, পরিচালনা, সমাজ ও উম্মাহর দায়িত্ব।

দায়িত্বে অবহেলার ফল ধ্বংস/দায়িত্ব অবহেলার শাস্তি : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

[৯৬] সূরা আল-মু'মিনূন : ৮।
[৯৭] সূরা আল-মা'আরিজ : ৩২।
[৯৮] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৮৩।
[৯৯] সূরা আল-আহ্যা-ব : ৭২।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।"[১০০]

﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا﴾

"তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।"[১০১]

দায়িত্ব পালন না করা বিশ্বাসঘাতকতা।

সহীহ হাদীসের নির্দেশনা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমানত নষ্ট হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?" তিনি বললেন : "যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে।"[১০২]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "প্রত্যেক তোমরা দায়িত্বরত রাখাল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"[১০৩]

নেতা তার জনগণের জন্য, পুরুষ তার পরিবারের জন্য, নারী তার স্বামীর বাড়ির জন্য –সবার ওপর দায়িত্ব আছে।

আরেকটি হাদীস : যে ব্যক্তি লোকদের দায়িত্ব নিলো, অথচ তাদের প্রতি আন্তরিকতার সাথে খেদমত করল না –সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।"[১০৪]

সালাফে সালেহিনের বক্তব্য : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যদি আমি ইরাকের এক কুকুরকেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরতে দিই, তবে আমি ভয় করি আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করবেন।"

নেতার দায়িত্ব কতটা ভয়াবহ তা বোঝায়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মানুষের দায়িত্ব নিলো অথচ সে তাদের সাথে খেয়ানত করল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।"[১০৫]

আমানত রক্ষা করা হলো ঈমানের অঙ্গ। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, আল্লাহ ও বান্দার সাথে খেয়ানত। দায়িত্বশীল না হওয়া কেবল দুনিয়ার অপরাধ নয়, আখিরাতেও ভয়াবহ শাস্তির কারণ হবে।

[১০০] সূরা আল আনফাল : ২৭।
[১০১] সূরা আন্-নিসা : ১০৫।
[১০২] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯।
[১০৩] সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।
[১০৪] সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২।
[১০৫] মুসনাদ আহমাদ- ২/৩২১, সহীহ।

তাই আমাদের উচিত, সব দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করা, যেকোনো দায়িত্ব নেয়ার আগে তার হক্ব আদায় করার প্রস্তুতি নেয়া।

মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা, যেন তিনি আমাদেরকে আমানতদার বানিয়ে রাখেন।

দায়িত্ব পালন না করা আমানতের খিয়ানত। এর পরিণতি দুনিয়ায় অরাজকতা, আখিরাতে কিয়ামতের ভয়ংকর শাস্তি।

তাই দায়িত্বকে হালকা মনে করা যাবে না; বরং এটি মহান আল্লাহর দেয়া আমানত, যার জবাবদিহি অনিবার্য।

দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দিলে, কিয়ামতের আলামত– দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রতিটি বিষয়ে জবাবদিহি করবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১০৬]

পিতা পরিবারে, নেতা জনগণের মাঝে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি, এমনকি প্রতিটি সাধারণ মানুষও তার নিজের দায়িত্বে প্রশ্নের মুখোমুখি হবে।

সালাফে সালেহীনের শিক্ষা : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি– 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر : لَمَ لمْ تصلح لها الطريق؟

"যদি ইরাকে কোনো খচ্চর হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, আমি ভয় করি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেন তুমি এর জন্য রাস্তা মসৃণ করে দিলে না?"[১০৭]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি– ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন :

القيام بحقوق الرعية واجب عظيم، والتقصير فيه من الكبائر.

"প্রজাদের (জনগণের) হক্ব আদায় করা এক বিশাল দায়িত্ব। এতে গাফিলতি করা বড় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।"[১০৮]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "আল-আমানাহ (বিশ্বাসযোগ্যতা) নামক একটি বিষয় আসমান থেকে নাযিল হয়েছিল মানুষের অন্তরে। তারপর কুরআন নাযিল হলো এবং তারা কুরআন হতে শিক্ষা নিলো এবং সুন্নাহ হতে শিক্ষা নিলো।"[১০৯]

দায়িত্ব পালন করা মূলত ঈমানের অংশ। দায়িত্ব অবহেলা করা শুধু মানুষের সাথে নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে খিয়ানত। আমানত পালন করা ঈমানের অংশ এবং কিয়ামতের সফলতার শর্ত।

দায়িত্ব অবহেলার কারণে সমাজ ভেঙে পড়ে, অন্যায়-যুল্ম বেড়ে যায় এবং মহান আল্লাহর গজব নাযিল হয়। দায়িত্ব পালন করা কেবল সামাজিক বা পারিবারিক কর্তব্য নয়; বরং মহান আল্লাহর আমানত। অবহেলা করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল, যা জাহান্নামের কারণ হতে পারে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা কিয়ামতের আলামত এবং জান্নাত থেকে বঞ্চনার কারণ।

তাই প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কর্তব্য হলো আমানত রক্ষা করা, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর ভয় করা।

এর দ্বারা তিনি দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। দায়িত্ব পালন কেবল ব্যক্তিগত কাজ নয়, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত আমানত। দায়িত্ব অবহেলা করা মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করা। দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া সমাজ ধ্বংসের পথ খুলে দেয়।

প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। সংগঠনের দায়িত্বে অবহেলা করা মানে প্রতারণা, আর প্রতারণাকারী রাসূল (ﷺ)-এর দলভুক্ত নয়। সংগঠন একটি আমানত, এর দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব। দায়িত্বে অবহেলা করা মানে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর সাথে প্রতারণা করা। সংগঠনের নেতা, দায়িত্বশীল বা সাধারণ সদস্য –সবার দায়িত্ব আছে এবং কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

তাই আমাদের উচিত দায়িত্বকে আমানত হিসেবে দেখা, মহান আল্লাহর ভয় রেখে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা, অন্যায়ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করা এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা থেকে বেঁচে থাকা। কারণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা শুধু একটি সাধারণ ভুল নয়; বরং চরম অপরাধ –যা দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

[১০৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।*

[১০৭] *মনারিব 'উমার- ইমাম ইবনুল জাওযী, পৃ. ৬১; 'আক্বীদাহ্তুস সালাফ- ইমাম সাবুনি।*

[১০৮] *শরহ সহীহ মুসলিম- ইমাম নববী, হা. ১৮২৯-এর ব্যাখ্যা।*

[১০৯] *বুখারী- কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল মায়িদাহ্, হা. ৬৪৯৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নিভৃত ভাবনা

সালাত : রবের সাথে আলাপন

–আব্দুল্লাহ আল আসিফ*

হৃদয়ের ভালোবাসাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হলো একান্তে আলাপচারিতা। একে অপরকে জানার জন্য, মনের কথা বলার জন্য বা প্রিয় মানুষটাকে মূল্যায়নের জন্য কিছু এক্সট্রা সময় হাতে রাখতে হয়, রাখাটা প্রয়োজন। যে সময়টা একান্তই তার জন্য। যেখানে দুনিয়ার অন্য কোনো চিন্তা, অন্য কোনো ভাবনা স্থান পাবে না। যেখানে কেবলই ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখের আলাপ থাকবে, থাকবে একে অপরের প্রতি বিশেষ কিছু চাওয়া পাওয়া, উভয়ের কিছু অধিকার এবং সে অধিকার আদায়ের চমৎকার সব বায়না।

দু'জনের মাঝে ব্যক্তিগত আলাপ যত বেশি হয়, ভালোবাসা তত বাড়তে থাকে, হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, বোঝাপড়া ভালো হয়। আর যোগাযোগ কমে গেলে, কথা বলার মতো ফুরসত না হলে, সময় দিতে না পারলে সম্পর্কে ভাটা পড়ে। দূরত্ব বাড়তে থাকে। ভালোবাসায় মরিচা পড়ে। একটা সময় অন্তর থেকে মুছে যায় এক সময়কার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটির নামও।

দুনিয়া কিংবা অখিরাত, উভয় জগতে মু'মিনের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হলেন মহানুভব আল্লাহ। যিনি বিনা স্বার্থে তার মু'মিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। আর তাই মু'মিনদেরকে শুধু বান্দা নয়; বরং তিনি নিজের বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তো মু'মিনদেরকে বন্ধু বানালেন বটে, কিন্তু বন্ধুর সাথে যদি কথা না হয়, খোঁজ খবর না নেওয়া হয়, যোগাযোগ না থাকে তবে সে বন্ধুত্ব টিকে কী করে..?

বন্ধুর সাথে বন্ধুর কথা হবে না, যোগাযোগ থাকবে না, সে আবার হয় না-কি... তাই বন্ধুর সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থাও করলেন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন।

হঠাৎ এক রাতে তার বন্ধুদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে ডেকে নিলেন তার খুব কাছাকাছি। একান্তে কথা বললেন অনেকটা সময়। বিদায়কালে উপহার দিলেন বিশেষ এক 'ইবাদত। নাম তার সালাত। এ শুধু 'ইবাদত নয়; বরং রবের সাথে বান্দার আলাপচারিতার মাধ্যম। এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে কথা বলতে পারবে, রবের কাছে জানাতে পারবে তাদের সকল আরজি, বলতে পারবে দুঃখ-সুখের কথা, করতে পারবে যেকোনো আবদার।

সেই সাথে কথা বলার নির্দিষ্ট কিছু সময়ও ঠিক করে দিলেন তিনি। ঠিক করলেন; আজ থেকে তিনি তার প্রিয় বান্দাদের সাথে দৈনিক পাঁচবার কথা বলবেন। শুনবেন বান্দার সকল আরজি, পূরণ করবেন তাদের সকল আবদার।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন : আমি সালাতকে আমার এবং বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এর একটি অংশ আমার জন্য এবং অপরটি আমার বান্দার জন্য। আর আমার কাছে বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হবে। বান্দা যখন বলে– ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ "সমস্ত প্রসংশা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দা আমার প্রশংসা করছে। বান্দা যখন বলে– ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।" আল্লাহ তা'আলা বলেন : বান্দা আমার গুণকীর্তন করছে। বান্দা যখন বলে– ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ "বিচার দিবসের মালিক।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : বান্দা আমার বড়ত্ব ঘোষণা করছে। বান্দা যখন বলে– ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ "আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।" আল্লাহ তা'আলা বলেন : এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার, আর বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হবে। বান্দা যখন বলে– ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ "আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তুমি রুষ্ট হয়েছ আর যারা পথভ্রষ্ট।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হবে।[১১০]

কী চমৎকার কথোপকথন তাই না! বান্দার সাথে তার রবের ব্যক্তিগত আলাপচারিতা। বান্দা বলছে আর আল্লাহ তা'আলা শুনছেন, কথার উত্তর দিচ্ছেন।

বান্দা সালাতে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছে, মহান আল্লাহর গুণকীর্তন করছে আর মহানুভব আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে এর স্বীকৃতি দিয়ে বলছেন যে, বান্দা আমার প্রশংসা করছে। বান্দা তার আরজি পেশ করছে আর দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তা মনজুর করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছেন!

---

* *মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[১১০] *সহীহ মুসলিম।*

কী অভূতপূর্ব এক ‘ইবাদত, কী চমৎকার এক আলাপন। আর এই কথপোকথনের বৈশিষ্ট্যই সালাতকে অন্যান্য ‘ইবাদত থেকে এক ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করেছে, দিয়েছে এক অনন্য মর্যাদা। আর এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বিচারের দিন সর্বাগ্রে সালাতের হিসাব চাইবেন, জানতে চাইবেন যে, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ ঠিক রেখেছিলে কি-না, শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার জন্য তোমার হাতে এক্সট্রা কিছু সময় বরাদ্দ ছিল কি-না..?

তবে প্রত্যহ এই পাঁচবার সালাত আদায়ের বাইরেও আল্লাহর কোনো বান্দা যদি চায় তার রবের সাথে সে কথা বলবে, তবে যেনো সে নফল সালাতে পাবন্দ হয়। আল্লাহর যেসব বান্দা তাদের ফর্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর নিজ আগ্রহে আল্লাহর জন্য আরো কিছু সময় ব্যয় করে এবং নফল সালাতে অভ্যস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে অন্যদের তুলনায় আরো বেশি ভালোবাসেন, আরো বেশি আপন করে নেন। মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ﴾

“আমার বান্দা নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।”

ধরুন, কেউ যদি তার প্রয়োজনের বাইরেও তার বন্ধুকে দিনে কয়েকবার কল করে তার সাথে কথা বলে, তার ভালো-মন্দ জানতে চায়, তার খোঁজ-খবর নেয়, তবে নিশ্চয় সেই বন্ধু তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভালোবাসবে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?

ঠিক তেমনই বান্দা যখন তার ফর্য আদায়ের পর বাড়তি কিছু নফল ‘ইবাদত করে তখন আল্লাহ তা‘আলাও তার সেই বান্দাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। তাকে একটু বিশেষ নযরে মূল্যায়ন করেন।

এগুলো ছাড়াও একটি স্পেশাল সময় আছে। যে সময়টাতে আল্লাহ তা‘আলা তার মু’মিন বন্ধুদের ভালোবাসার টানে চলে আসেন বাড়ির উঠোনে। রাতের দুই তৃতীয়াংশ চলে যাবার পর পৃথিবী যখন গভীর ঘুমে চুপ, কোথাও কেউ নেই, নেই কোনো কোলাহল, নিঝুম শান্ত চারিপাশ, এমন এক সময়ে তিনি নেমে আসেন প্রথম আসমানে। এসে দয়ার স্বরে ডাকতে থাকেন তার বন্ধুদেরকে : বন্ধু ওঠো, আমি এসেছি। এখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তোমাকে তা দান করব। পূর্বের ভুলের ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেবো। তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমায় বলো, আমি প্রস্তুত তোমার যেকোনো সাহায্যে। তোমার প্রয়োজনের কথা আমাকে বলো, যে কোনো প্রয়োজনে আমি পাশে আছি...

এই সময়টাতে যেসব বান্দা তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আরামের বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহাজ্জুদের মুসল্লায়, কেবল তারাই হতে পারে আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন। তারাই সিক্ত হয় রবের ভালোবাসায়। পেয়ে যায় ‘ইবাদতের স্বাদ। নেমে আসে মহান আল্লাহর সাহায্য। মজবুত হয় মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন।

পক্ষান্তরে বান্দা যখন সালাত থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহর সাথে যখন যোগাযোগ কমে যায়, যখন দুনিয়ার ব্যস্ততা তাকে ভুলিয়ে রাখে তার মহান রবের ‘ইবাদত থেকে, মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার মতো তেমন একটা সময় হয় না, তখন মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, দূরত্ব বাড়তে থাকে, একটা সময় আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি রুষ্ট হন এবং তাকে ভালোবাসা ছেড়ে দেন। আস্তে আস্তে সে মহান আল্লাহর বন্ধু থেকে শয়তানের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে বান্দা যখন সালাত ছেড়ে দেয়, মহান আল্লাহও তখন তাকে সাহায্য করা ছেড়ে দেন, তার বিপদ আপদে তাকে একলা ছেড়ে দেন এবং তার ওপর থেকে মহান আল্লাহর জিম্মা উঠে যায়।

আর তাই হে প্রিয় ভাই আমার! আদরের বোন আমার! আপনি যদি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চান, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়তে চান, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চান, তার প্রিয়ভাজন হতে চান এবং হতে চান দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলকাম তবে সালাতের বিকল্প নেই।

আমরা হয়তো সালাত আদায় করি, কিন্তু এভাবে কখনও চিন্তা করি না যে, আমরা আমাদের রবের সাথে কথা বলছি, কখনও ভাবি না যে, আমাদের রব আমাদের সাথে কথা বলছেন বা আমাদের কথার জবাব দিচ্ছেন...।

আমরা আমাদের সালাত খুব তাড়াহুড়া করেই শেষ করি এবং দ্রুত মসজিদ থেকে প্রস্থান করি। রাজ্যের কাজ আর হাজারো ব্যস্ততার বোঝা মাথায় নিয়ে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াই তার সাথে কথা বলার জন্য। খুব দ্রুত দু’টো সিজদাহ্ দিয়ে বেরিয়ে যাই দুনিয়াবী কাজে। ডুবে যাই গাফলতির দরিয়ায়। রবের কথা স্মরণের আর সময় কই...

অথচ বন্ধুর সাথে আলাপনের সময় তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়, খুব মনোযোগ সহকারে ধীরচিত্তে তার কথা শুনতে হয়, তার কথার গুরুত্ব দিতে হয়। কথা বলার সময় বন্ধুর প্রতি আলাদা টান থাকতে হয়, কথার মাঝে মায়া থাকতে হয়, হতে হয় বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাশীল। তবেই বন্ধুর মন পাওয়া যায়, পাওয়া যায় হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা।

কিন্তু আমরা কী করি?

আমরা যখন আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু, সবচেয়ে কল্যাণকামী, আমাদের মুনিব দয়াময় আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তখনই রাজ্যের নানা চিন্তা আমাদের ভর করে। আমরা দ্রুত সালাত শেষ করে দেই, যে সালাতে থাকে না কোনো মায়া, থাকে না ভালোবাসা, মনোযোগ নেই, আমরা বিনয়ী হই না, এক্কেবারে নিষ্প্রাণ এক আলাপন হয় বন্ধুর সাথে...।

একটি গল্প দিয়ে জিনিসটা বোধগম্য করা যাক। গল্পটা আমি কোথাও পড়েছিলাম। গল্পটা ঠিক এরকম,

'একবার সালাতের ওপর আলোচনার জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আরব ছাত্রদের সমাবেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আলোচক মহোদয় অনুষ্ঠানে এলেন কিন্তু খুব দেরিতে এবং অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ মুহূর্তে। এসেই তিনি প্রধান মেহমান হিসেবে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কাল বিলম্ব না করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাঁর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। তিনি অবশ্য নামাযের গুরুত্বের উপরেই কথা বললেন। কিন্তু এত দ্রুততার সাথে বক্তব্য দিলেন যে উপস্থিত শ্রোতারা কিছুই বুঝতে পারলো না। প্রত্যেকের ভেতর চরম বিরক্তিভাব প্রকাশ পেলো। মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি বক্তব্য শেষ করে বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! আশা করি আমার বক্তব্য শুনে আপনারা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন। আজকের মতো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার আর একটি জরুরি প্রোগ্রাম আছে, সেখানে যেতে হবে। আবার দেখা হবে। এ কথাগুলোও তিনি দ্রুততার সাথেই বলে গেলেন এবং সবাইকে সালাম জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানস্থল থেকে দ্রুততার সাথে বেরিয়ে গেলেন।

এ সময় একজন পিএইচডি ডিগ্রির ছাত্র প্রধান অতিথির গাড়ি পর্যন্ত ছুটে গেলেন এবং বললেন, আপনি এটা কী পাগলামি করলেন! সবাই আপনার বক্তব্য শুনে ছিঃ ছিঃ করছে। এটা কোনো আলোচনা হলো? আপনার ইজ্জতের সাথেও এটা অত্যন্ত বেমানান। আপনি ফিরে আসুন এবং সবার কাছে মাফ চেয়ে নিন। না হলে ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে! প্রধান অতিথি মুখে মেকি রাগ প্রকাশ করে ফিরে আসলেন এবং স্টেজে উঠে বললেন,

প্রিয় ভাই-বোনেরা! আমি আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কি অনুষ্ঠানে আসিনি? সবাই বিরক্তির সাথে বললো, হ্যাঁ এসেছেন। আমি কি আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করিনি? উপস্থিত শ্রোতারা রাগে গজগজ করতে করতে বললো, হ্যাঁ, খুব করেছেন! আমার আলোচনা কি নামাযের গুরুত্বের ওপর ছিল না? সবাই বিরক্তির সাথে বললো, হ্যাঁ ছিল, তবে তা ছিল রাবিশ, অর্থহীন। আপনি এত দ্রুততার সাথে বক্তব্য দিয়েছেন যে, আমরা আপনার বক্তব্যের কিছুই বুঝিনি। এমন অর্থহীন এবং দ্রুত আলোচনা আমরা জীবনেও শুনিনি।

এবার বিজ্ঞ আলোচক তাঁর মেকি রাগ ঝেড়ে ফেললেন এবং হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,

প্রিয় ভাই-বোনেরা! জীবনে এই একবার মাত্র আমি আপনাদের সামনে এসে আলোচনার নামে তাড়াহুড়ো করলাম এবং দ্রুত এসে দ্রুত চলে গেলাম। তাতেই আপনারা সবাই রাগান্বিত এবং বিরক্ত হচ্ছেন। অথচ এভাবেই আমরা আমাদের মহামান্য মালিকের দরবারে প্রতিদিন পাঁচবার হাজিরা দিই! আমরা শেষ মুহূর্তে মসজিদে আসি, তাড়াহুড়ো করে নামায শেষ করি এবং কোনো রকমে সালাম ফিরিয়ে আবার দ্রুততার সাথে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাই! আমার দ্রুত কথায় যদি আপনারা অসন্তুষ্ট হন, বিরক্ত হন তাহলে আপনারা যত দ্রুততার সাথে নামায শেষ করেন, তড়িঘড়ি করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়েন, তখন কি আমাদের মহামান্য মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অসন্তুষ্ট হন না?

নীরব হয়ে গেলো হলভর্তি দর্শক-শ্রোতা। প্রধান অতিথি এবার আলোচনা শুরু করলেন যত্নের সাথে এবং ধীরেসুস্থে সালাত আদায়ের গুরুত্বের ওপর বক্তৃতা করলেন।

গল্পটা এখানেই শেষ। কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের আরেকবার ভেবে দেখা দরকার। আমাদের উচিৎ যথেষ্ট সময় নিয়ে মসজিদে আসা, বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো, যথেষ্ট সময় নিয়ে রুকূ'-সিজদাহ্, ক্বিয়াম ও বৈঠক ইত্যাদি করা। রুকূ' এবং সিজদাতে তো বটেই দুই সেজদার মাঝখানে বৈঠকে এবং রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে ক্বিয়ামে অভ্যাসবশত তাড়াহুড়ো করাও কোনোভাবে উচিৎ না। আপনি আপনার সালাতে কী বলছেন, মহান আল্লাহর কাছে কুরআনের আয়াত, তাসবীহ এবং দু'আ হিসেবে যা উচ্চারণ করছেন তা হৃদয়ঙ্গম করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন আপনি আপনার মুনিবের সাথে কী কথা বলছেন। সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো দু'আ পাঠ করার পাশাপাশি আপনার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াগুলোও মহান আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করুন। আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সরাসরি তার কাছে চান। জানা-অজানা ভুলগুলোর ক্ষমা চান তার কাছে। এভাবেই

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ধীরস্থিরভাবে বিনয় ও মনোযোগের সঙ্গে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষ করুন। সালাতে তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেন–

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ﴾

“নিশ্চয়ই মু’মিনরা সফলকাম, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী ও মনোযোগী।”[১১১]

সালাম ফিরিয়েই উঠে যাবেন না। সালাত শেষে অল্প সময়ের জন্য হলেও বসুন। নিবিষ্ঠ মনে তাসবীহ তাহলীল করতে থাকুন। সবশেষে আদবের সাথে মসজিদ ত্যাগ করুন। তবেই আপনি একজন সফল মু’মিন হতে পারবেন।

সালাত কেবল ‘ইবাদতই নয়; এটি মু’মিনের জন্য এক ধরনের আত্মিক থেরাপি।

মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা আসে, আসাটা স্বাভাবিক। কখনো জীবনের চাপ, কখনো গুনাহের বোঝা, কখনো ভবিষ্যতের ভয় –সব মিলিয়ে হৃদয় ভারী হয়ে যায়। অন্তর ব্যথিত হয়। এই অস্থির হৃদয়ে স্বস্তির খোরাক যোগাতে সালাতই হলো সর্বোৎকৃষ্ট প্রেসক্রিপশন। কারণ যখন মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, কেবল তাঁর সাথে কথা বলে, রবের তরে দিল খুলে দেয়, তখন দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট, গ্লানি, ক্লেশ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। অন্তর শান্ত হয়, হৃদয়ে সুকুন নামে, চক্ষু শীতল হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

«وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

“সালাত আমার চক্ষু শীতলকারী।”[১১২]

আমরা মানুষ। আমাদেরকে খুব দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে আমরা অল্পতেই ভেঙে পড়ি, সাহস হারাই, অল্প শোকেই কাতরাতে থাকি। আমরা সামান্য বিপদেই ঘাবড়ে যাই, অধৈর্য হই, একটু দুঃখেই অস্থির হয়ে যাই, অশান্তিতে ভুগী। আমাদের এই ভঙ্গুর মুহূর্তে আমরা ছুটে যাই কাছের কোনো বন্ধুর কাছে। যার সাথে শেয়ার করা যায় মনের কথা। যাকে দুঃখের কথা বললে সান্তনা পাওয়া যায়। ছুটে যাই তার কাছে যার কাছে প্রাণ খুলে বলা যায়। খুঁজি এমন কাউকে যার সাথে কথা বললে ভেতরটা হালকা হবে। আমরা খুঁজতে থাকি আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে। অথচ আমরা ভুলে যাই, আমাদের সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে আপন বন্ধু হলেন মহানুভব আল্লাহ। যার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায়, যার কাছে মন খুলে বলা যায়, সারা রাত কথা বললেও যিনি বিরক্ত হন না, আমাদের কোনো কথা না শোনার ভান করেন না। শুনলেও গুরুত্বহীনভাবে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন না। যাকে গভীর রাত কিংবা ভর দুপুরে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়। যার সামনে দাঁড়ালে অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি বয়। আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন–

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।”[১১৩]

সুতরাং, জীবনের প্রতিটি দুশ্চিন্তার সময় সালাতকে আশ্রয় বানান। এটি হবে আপনার অন্তরের প্রশান্তির সর্বোত্তম উপায়। আপনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? সালাতে দাঁড়ান।

আপনি ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন? রিয্কের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে? সালাতে দাঁড়ান।

আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চান? সালাতে দাঁড়ান।

আপনি খুব অসুস্থ? রোগ মুক্তির জন্য সালাত আদায় করুন।

আপনার খুব পছন্দের কিছু হারিয়েছেন, খুব খারাপ লাগছে? সালাতে দাঁড়ান।

আপনার ভীষণ একা একা লাগছে? সালাতে দাঁড়ান।

আপনার কাছের কেউ মারা গেছে? সালাতে দাঁড়ান।

আপনি কারো থেকে কষ্ট পেয়েছেন বা আপনার প্রতি যুল্ম করা হয়েছে, বিনা অপরাধে অপমান করা হয়েছে বা কারো কটু কথায় মনটা ভীষণ ভারী? এরও সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান সালাত। কারণ আপনার রব আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেকোনো মন খারাপে তাকে ডাকুন, তিনি অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেবেন। তার সাথে কথা বলুন, মনটা হালকা হবে।

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!

সবশেষে বলবো, আপনি যদি মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চান, তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে চান, তার প্রিয়ভাজন হতে চান, অন্তরে প্রশান্তি পেতে চান এবং সর্বোপরি হতে চান দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলকাম তবে আপনি সালাত আদায় করুন। একান্তে কথা বলুন মহান আল্লাহর সাথে। আলাপ করুন আপনার রবের সাথে…

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

১১১ *সূরা আল-মু’মিনূন : ১-২।*

১১২ *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩৯৪০, সহীহ।*

১১৩ *সূরা আর্-রা’দ : ২৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী : বায়তুল মুকাদ্দাস জয়-এর পূর্বে

-নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ*

সেলজুক সাম্রাজ্য ছিল অনেক শক্তিশালী এবং যেসব বড় ইসলামী সাম্রাজ্য আছে ইতিহাসে তাদের মধ্যে একটি। এটা মুসলিমদের আশা-ভরসা ছিল। এই সেলজুক সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সুলতান ছিলেন সুলতান মালিক শাহ। তার মৃত্যুর পর তার অনেকগুলো সন্তান থাকায় তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। তখন মুল সেলজুক সাম্রাজ্যের পতাকা অস্তমিত হয়ে যায়। এবং ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেন পুল লিখেছেন, ‘এই যুগটা ছিল অনিশ্চয়তা ও জটিলতার যুগ। সেলজুকি সাম্রাজ্যের মতো বিশাল সাম্রাজ্যকে মৃত্যুযন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়ে কাতরাতে দেখে মানুষ বিস্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। একটি নতুন শক্তির আত্মপ্রকাশ ও তার একটিমাত্র লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অরাজকতাময় ও নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা অব্যাহত ছিল। এই যুগসন্ধিক্ষণই ছিল ইউরোপীয়দের জন্য মুসলিম জাহানে আক্রমণ চালানোর এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় সুনিশ্চিত করার সুবর্ণ সুযোগ।’

এইসময় মুসলমানরা একজনকে প্রয়োজনবোধ করছিল, যে তাদের ভরসা হয়ে উঠবে। ঠিক তখনই দিগন্তে এক নবীন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে, একজন নতুন নেতা, একজন দুঃসাহসী বীর পেয়ে যায় মুসলিম বিশ্ব। তিনি হলেন আতাবেক ইমামুদ্দিন জেঙ্কি। সেসময় এডেসা ছিল ক্রুসেডারদের রাজ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত এলাকা। ইমামুদ্দিন জেঙ্কি ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর এডেসা দখল করে নিয়ে এক বিশাল বিজয় অর্জন করেন। তিনি মাসুল, আলেপ্পো, হামা ও এডেসার শাসক ছিলেন। ইতিহাসবিখ্যাত এই এডেসা জয়ের কিছুদিন পর তিনি এক ক্রীতদাসের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

আতাবেক ইমামুদ্দিন জেঙ্কির মৃত্যুর পর তিনি যে জিহাদ ও জয়ের পথ উন্মোচন করেন তার হাত ধরেই দৃশ্যপটে আসেন তারই বড় ছেলে সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কি। তিনি তার পিতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কি ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে হারেম দুর্গ ও বানিয়াস দুর্গ জয় করেন। একইভাবে মিসর জয় করে এবং দুইদিক থেকে ক্রুসেডারদের অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এ কাজে তাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিলেন তারই সেনাপতি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কি ফিলিস্তিনের গোটা এলাকা থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ, বড় প্রত্যাশা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে উদ্ধার করা। কে জানতো যে অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি এই সম্মান লিখে রেখেছিল সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কির সেনাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ললাটে! এটাও মূলত নুরুদ্দিন জেঙ্কির একটি পূণ্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনিই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে মিসরে জোর করে পাঠিয়েছিলেন।

সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কি ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু মুসলমানদের কানে আকাশের বজ্রাঘাতের মতো আঘাত হেনেছিল।

এরপরই দৃশ্যপটে আসেন সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কির সেনাপতি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। হ্যাঁ। তিনিই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। সুলতান নুরুদ্দিন জেঙ্কি যখন তাকে মিসরে পাঠালেন তখনই তার জীবন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন নিজেই বলেছেন, আমি আমার চাচার সাথে মিসরে বাধ্য হয়েই এসেছি।

* *অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম. এম কলেজ, যশোর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডিপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আমার ব্যাপারটা তেমনি ছিল যেমন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

“সম্ভবত তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।”[১১৪]

গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি সুলতান নুরুদ্দিনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ১১৮৭ সালের ৪ জুলাই হিত্তিনের যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন এবং তাদের সব বড় বড় নেতাদের বন্দী করেন। এরপর ওই একই বছরের ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (৫৮৩ হিজরির ২৭ রজব) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন এবং জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। এটা ছিল এক মহান বিজয়। মহানবী (ﷺ) যে তারিখে মি'রাজের রাতে নবীদের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেছিলেন, ওই তারিখেই সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন।

ইতিহাসবিদরা বলেছেন, তিনি দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি এত পরিমাণে দান করতেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে উঠতো শত্রুরা। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টান জগতের সমস্ত শক্তি একত্র হয়েও সুলতান সালাহউদ্দিনের শক্তিকে সামান্যতম ঝাঁকুনিও দিতে পারেনি।

তিনি ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটান।

সুলতানের জীবনের শেষদিকে তাঁর ভাই আদিল বেশ প্রত্যক্ষভাবে সামনে এসেছিলেন। হজ্জ করার ব্যাপারে দৃঢ়চিত্ত থেকেও এই মহান সুলতান তার জীবদ্দশায় হজ্জ পালন করতে পারেননি।

ইসলামের এই মহান বীর সুলতান তাঁর পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং ইসলামী বিশ্বকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করার পর ৫৮৯ হিজরির সফর মাসের ২৮ তারিখে ৫৭ বছর বয়সে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন (সুলতান সালাহউদ্দিন ৫৩২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন)। ☒

[১১৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৬।*

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ‘আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে নিয়মিত পাঠ করুন– মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক **“সাপ্তাহিক আরাফাত।”** বর্ধিত কলেবরে, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ প্রবন্ধসম্বলিত সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে। প্রশ্ন পাঠাতে খামের ওপর অবশ্যই **“পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব”** কথাটি লিখতে হবে।

নিজে গ্রাহক হোন, অপরকেও উৎসাহিত করুন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা–

ফাতাওয়া বিভাগ, সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, বিবির বাগিচা ৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪। ✆ ০১৯৩৩৫৫৯০৭

E-mail: weeklyarafat@gmail.com

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কবিতা

ছন্দে জাগে

মোল্লা মাজেদ*

চপল হাওয়ার ছন্দে জাগে সবুজ বন
অপরূপের রূপ নিহারে ভাবুক মন।
ছন্দ জাগে হিয়ার মাঝে
মন বিবাগী সকল কাজে
ভর দুপুর কি সকাল সাঁঝে হৃদয় দোলে সারাক্ষণ,
চপল হাওয়ার ছন্দে জাগে সবুজ বন।

পাগলা হাওয়ায় পাগল মনে শিহরণ
সেই সে দোলায় ঘরছাড়া হয় বাউলজন।
কোন সে রসের রসিক হয়ে
কোন মমতায় বেড়ায় গেয়ে
সুর লহরী কণ্ঠ বেয়ে ছড়ায় ধেয়ে সমিরণ,
চপল হাওয়ার ছন্দে জাগে সবুজ বন।

মহা ভাবের মানুষ দেখলে যায়রে চেনা-
ভাব বাজারে নিত্য করে বেচাকেনা।
ভাব দরিয়ায় ভাবের রঙ্গ
বাঁধনহারা ভাবতরঙ্গ
মিলবে মহাভাবুক সঙ্গ ধরতে পারে মহাজন,
অপরূপের রূপ নিহারে ভাবুক মন।

নতুন দিগন্তের খোঁজে

মো. আব্দুল্লাহ বিন জাকির (জুবায়ের)*

দীর্ঘ আটটি বছর পেরিয়ে গেছে নীরবে নিভৃতে,
দিবারাত্রিতে ঘাম মিশেছে জীবনের প্রতিক্ষণে।
স্মৃতির পাতায় জমেছে ব্যর্থতার ধূসর ছায়া,
তবুও দ্যুতি ছড়াতে চেষ্টা করছি অদৃশ্যের মায়ায়।

কর্মের ভারে ভেঙেছে স্বপ্নের কলমের ডানা,
অভাবের তাড়নায় আঁধার কেটেছে দীর্ঘশ্বাস।
কর্মে সততা ছিল অবিচল, অনড় মহীরুহসম,
সম্মানের সুধা পেয়েছি সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য।

নতুন করে স্বপ্ন এঁকেছি হৃদয় মন ও মগজে,
নতুন কর্ম খুঁজে গড়ব জীবনের রঙিন পথ।
আবার কলম ধরব, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে,
সচ্ছল কর্মের পথে ছুটব, দারিদ্র্য মোচাতে।

সংগ্রামের অশ্রু একদিন রঙিন মুক্তো হবে,
হতাশার কালো ছায়া আলোয় মিলিয়ে যাবে।
সততা শ্রম ও কর্মফলের বৃক্ষ একদিন দেবে ছায়া,
নতুন দিগন্তে ফুটবে আমার সোনালি প্রভাতমায়া।
(ইন্ শা-আল্লাহ)

নীরব আরশের নিচে

আয়াজ আহমদ বাঙালি

আমি অনেকদিন কিছু চাইনি,
তবু তুমি দিয়ে গেছ–
একটা আকাশ, যার প্রতিটি তারা
আমার প্রার্থনার অসমাপ্ত বাক্য হয়ে জ্বলে।
শূন্য হাত উঠিয়েছি নিশি রাতে,
তোমার কাছে কিছু শব্দ ফিসফিসিয়ে বলেছি–
তুমি শুনেছো, আমি জানি,
কারণ উত্তর এসেছিল বাতাসে, কুরআনের আয়াতে,
বা একান্ত নিঃসঙ্গতায় শীতল প্রশান্তি হয়ে।

তুমি যে আমার অভাব জানো,
তার প্রমাণ প্রতিদিন সূর্য ওঠে ঠিক সময়ে।
তোমাকে না ছুঁয়ে তোমার স্পর্শ পাই
জীবনের প্রতিটি রহমতের মধ্যে।
মানুষ ফিরেছে, মুখ ফিরিয়েছে,
তুমি ফিরো না, কখনো না।
তোমার দরজা বন্ধ হয় না,
শুধু আমি হারিয়ে ফেলি সেজদার ঠিকানা।

আজ আবার ফিরলাম তোমার দিকে,
ভাঙা হৃদয়ের চিরচেনা পথ ধরে।
জানি, তুমি অপেক্ষায় ছিলে,
অসহায় এক বান্দার কান্নার জন্য–
যার চোখের জলে থাকে অনন্ত ঈমান।

মরার পরে

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

মরার পরে কী আর হবে
এই ভাবনা ভুল

---

* বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।
* সহকারী কর্মকর্তা (প্রকাশনা), বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।
* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

চক্ষু দু'টি মুদলে পরে
বুঝবে তুমি পষ্ট করে
কেঁদেকেটে লাভ হবে না
পাবে না তো কূল!

মুনকির-নাকির এসে যখন
করবে কঠিন সওয়াল
হাড়েহাড়ে টের পাবে ভাই
কতো ধানে কতো চাল!
কই লুকাবে উপায় তো নেই
চোখে দেখবে সরষে ফুল!

হাশ্‌র আরো কঠিন বিপদ
নড়তে কভু পারবে না
দিতে হবে হিসাবনিকাশ
নইলে তোমায় ছাড়বে না!
গায়ের জোরে পারবে না ভাই
পা উঠাতে একচুল!

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

মজিব আল মাওড়ী

বিশ্বযুদ্ধ দেখিনি।
বাপ-দাদারা দেখেছেন।
কত গল্প, কত কাহিনী সাংবাদিকরা লিখেছেন।

কেউ পড়েছি, কেউ পড়িনি।
যারা দেখেছেন তারা বলেছেন,
"মরতে মরতে একটুর জন্যে মরিনি!"

গত শতকের প্রথমার্ধেই বিশ্বযুদ্ধের কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বক্ষুধা ধ্বংস খাদ্যভাণ্ড।
মরল মানুষ অনেক কোটি
ব্রিটেন পুরুষশূন্য
কেঁদে ফিরল সভ্যজগৎ
হিরোশীমার জন্য।

আজ দু'হাজার পচিশ সনে
প্রক্সিযুদ্ধ শুরু
জেলেনস্কি মারছে, মরছে
দূরেই বিশ্বগুরু।

আরেকগুরু দাঁত কাঁমড়ে
সিংহের ডাক ডাকে
খুঁজে পায় না দুঃসময়ে
বন্ধু বলবে কাকে?

ভারত রাষ্ট্রের মাথার ওপর
যুক্তরাষ্ট্র বসে
চুপি চুপি তাই রাশিয়া
নতুন হিসাব কষে।

নতুন হিসাব জানিয়ে দিলো
ডলার পড়বে বাদ
ব্রিক্স এসে চালিয়ে দেবে
অন্য মুদ্রাবাদ।

কারেন্সীকে কেন্দ্র করে
বিশ্ব যুদ্ধ হবে
সব আলামত ওঠছে ভেসে
সবাই দেখুন ভেবে।

প্রক্সিওয়ারে ইস্‌রা-ঈলের
দোসর পাওয়া ভার
হামাস মারতে ধ্বংস গাজা
দোষ কি আমেরিকার?

দুই প্রক্সি লড়তে লড়তে
করছে যাদের ক্ষতি
তারা সবাই ক্ষুদে রাষ্ট্র
সরল তাদের মতি
ওঝায় মারে সাপে
পাপ যদি হয় গুরুগম্ভীর
মাফ করে না বাপে

এবার বিশ্বযুদ্ধ বুঝি
তিরিশ সনের পরে
পারমাণবিক বোমা পড়বে
বড়ো ভাইদের ঘরে।

মানুষ পুড়ে কাবাব হবে
শকুন পাবে ডিস্ক
পরাশক্তি উঁয়ের পাখনা
নিতে চাচ্ছে রিস্ক।

মানচিত্র পড়ে থাকবে
ছিন্ন ভিন্ন দেহ,
গ্রামে গঞ্জের ক'জন ছাড়া
বাঁচবে না আর কেহ।

কারেন্সীকে বাদ দিয়ে দাও
সোনায় কেনো, বেচো,
পরের স্বার্থ রক্ষা করলে
তবেই যদি বাঁচ!

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অভিষেক কাউন্সিল

গত ২২ আগস্ট, শুক্রবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- ঢাকা মহানগর উত্তরের অভিষেক কাউন্সিল রাজধানীর উত্তরার বাহার অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুকের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কাউন্সিলে ড. মুযাফফর বিন মুহসিন সভাপতি এবং মুহাম্মদ গোলাম রহমান সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও পদ্মা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন এবং সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক মো. আব্দুল মাতীন।

অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হোসাইন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ নুরুল আবসার, সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল হকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলরা।

এছাড়াও সমাজসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তুহিরুল ইসলাম তুহিন ও আক্তার হোসেন এবং শুব্বানে আহলে হাদীসের নবনির্বাচিত সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী, সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমদ এ কাউন্সিলে অংশ নেন।

ঢাকা মহানগর উত্তরের পাঁচটি সাংগঠনিক এলাকা থেকে নির্বাচিত শতাধিক কাউন্সিলর ও সুধীগণ এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. আব্দুল্লাহ ফারুক বলেন, "নেতৃত্ব হলো আমানত। সততা, নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে আমাদের প্রকৃত সাফল্য।"

এছাড়া কাউন্সিলে প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালীর প্রস্তাবে শিল্পপতি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়াও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সমাজসেবক তহিরুল ইসলাম তুহিন ও আক্তার হোসেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

রংপুর জেলা জমঈয়তের ১০ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

রংপুর, ২৩ আগস্ট ২০২৫: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস রংপুর জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল অধিবেশন গত শনিবার সকাল ১০টায় শহরের আড়িরাং পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মাতিন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন রংপুর জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা জনাব শাহজাহান কবির এ.কে.এস।

অধিবেশনে জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মণ্ডলী, সুধীজন ও জেলা শুব্বান উপস্থিত ছিলেন।

জোহরের নামায শেষে নবগঠিত কমিটির ঘোষণা দেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মাতিন। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা মামদুহুর রহমান এবং সেক্রেটারি নির্বাচিত হন শাইখ আবু রায়হান সিদ্দিকি।

তথ্য প্রদান : আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি, রংপুর জেলা জমঈয়ত আহলে হাদীস।

ঢাকা মহানগর উত্তর

উত্তরখান জমঈয়তের আলোচনা সভা ও সুধী সম্মেলন সফল করার প্রস্তুতি সভা

মৈনারটেক, ৩১ আগস্ট ২০২৫: আসন্ন ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস উত্তরখান সাংগঠনিক এলাকার আলোচনা সভা ও সুধী সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে গত ৩১ আগস্ট বায়তুশ শাফী জামে মসজিদে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ইমরান হোসেন সরকার এবং পরিচালনা করেন সদস্য সচিব হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক ও মহনগর জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন মোল্লা মাদানী, কাজীবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসার পরিচালক শাইখ সোলায়মান ত্রিশালী, উত্তরখান জমঈতের উপদেষ্টা মুহা. মাশহুদুল

বাসেত, উজামপুর ইউনিট দায়িত্বশীল মো. জাকির খান, কাজীবাড়ি-মৈনারটেক ইউনিটের দায়িত্বশীল আক্তার হোসেন এবং চামুরখান মসজিদ সেক্রেটারি রুহুল আমীন সৌভব।

সভায় আলোচনা হয় সম্মেলনের প্রচার, ব্যবস্থাপনা, আপ্যায়ন, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় এবং সফল বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বাদ আসর উত্তরখান এলাকার ৩২টি মসজিদের ইমামদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন বিতরণসহ মসজিদ কমিটির সঙ্গে এলাকা কমিটির কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সরাসরি যোগাযোগ নিশ্চিত করা হবে। সভা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সভা সমাপ্ত হয়।

কাজীবাড়ি মৈনারটেক শাখা গঠিত

গত ৮ আগস্ট শুক্রবার বাদ মাগরিব কাজীবাড়ি কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদে অনুষ্ঠিত সভায় উত্তর খান ইলাকা জমঈয়তের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন খান সভাপতিত্ব করেন। সভার সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আলেম ও কাজীবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসার পরিচালক হাফেয শাইখ সোলায়মান ত্রিশালী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরখান এলাকা জমঈয়তের উপদেষ্টা মুহা. মাশহুদুল বাসেত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর খান ইলাকা জমঈয়তের যুগ্ম আহ্বায়ক শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন মাদানী ও সিরাজুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব হাফেজ আব্দুল ওয়াদুদ।

সভায় সকলের সম্মতিতে সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে জনাব মাসউদুর রহমান ও কাজী মুহা খোকন মিয়া। এরপর ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কাজীবাড়ি মৈনার টেক শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়।

মাওলানা এ.এইচ.এম আব্দুল্লাহ’র ইন্তেকাল

সাতক্ষীরা : খুলনা-যশোর জেলা জমঈয়ত আহলে হাদীসের বিশিষ্ট আলেম ও সমাজসেবক মাওলানা এ.এইচ.এম আব্দুল্লাহ গত ২৯ আগস্ট ২০২৫, বিকাল ৫:৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাতক্ষীরা শহরের এক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহ ছিলেন খুলনা-যশোর জেলা জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা মতিউর রহমান সালাফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ৪ কন্যা, ১ ভাই ও ৫ বোনসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

বিকেল ২ ঘটিকায় তার গ্রামের বাড়ি ঘোনা, সাতক্ষীরায় মাইয়্যিতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর একমাত্র ছেলে হাসান ইকবাল। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও এলাকার উঁচুমানের নাগরিক ও আত্মীয়স্বজন জানাযায় উপস্থিত হয়ে মাইয়্যিতের জন্য দু‘আ করেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহ’র শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীতে তিনি বুধহাটা ও গোবরদাড়ী হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কাকডাঙ্গা ও আগরদাড়ী মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল এবং ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ি ও আরামনগর কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। জীবদ্দশায় তিনি গ্রামের হাইস্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি শাখা, এলাকা ও জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি হিসেবে দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজে অবিরাম সম্পৃক্ত ছিলেন।

পরিবার ও আহলে হাদীস অধ্যুষিত এলাকাবাসী মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাই, সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ওবায়দুল্লাহ সকলকে দু‘আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ফরিদপুর-রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ-এর শ্রদ্ধেয় পিতা হাজী আব্দুল মজীদ (১০৫) গত ৩১ আগস্ট ২০২৫, রবিবার, ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থাবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

আমরা তার মাগফিরাত কামনা করি এবং দু‘আ করি– আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করুন, জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ.

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা সবাইকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক্ব দিন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শুব্বান সংবাদ

শুব্বানের দায়িত্ব হস্তান্তর বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১২ আগস্ট-২০২৫ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় শুব্বানের ১০ম সেশনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ নবনির্বাচিত ১১তম সেশনের সভাপতি মোঃ আব্দুল্লাহীল হাদী ও সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমেদকে কেন্দ্রীয় শুব্বান অফিসের চাবিসহ যাবতীয় সম্পদ ও আসবাবপত্র হস্তান্তর করেছেন।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি বিকাল ৫টায় জমঈয়ত ভবনের ২য় তলায় আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মো. রেজাউল ইসলাম, দফতর বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মমিনুল ইসলাম, অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৪০তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২৯ আগস্ট, ঢাকা : জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৪০তম মাসিক আলোচনা সভা আজ জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সভাপতি ছিলেন মো. আব্দুল্লাহীল হাদী, সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয় হাফেয খাইরুল ইসলামের কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

সভায় "মাহে রবিউল আউয়াল : ইতিহাস, করণীয় ও বর্জনীয়" শীর্ষক আলোচনা করেন সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি ও রিয়াদের দীরা ইসলামিক সেন্টারের বিশিষ্ট দাঈ শাইখ আবদুর রব আফফান মাদানী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। অনুষ্ঠানে বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ ইব্রা-হীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, সাবেক শুব্বান সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আলিমে দীন শাইখ মুখলিসুর রহমান বিন আরশাদ মাদানী নতুন সদস্য হিসেবে জমঈয়তে যোগদান করেন এবং নিয়মিত অংশগ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, যুগ্ম-প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং জুনিয়র অফিস সহকারী।

সভায় মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শুব্বান শাখা ও যাত্রাবাড়ি থানা শুব্বান শাখার নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দও অংশগ্রহণ করেন।

হাকিমপুরে জুমু'আর খুতবাহ্, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন

দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে হাকিমপুর উপজেলায় জুমু'আর খুতবাহ্, দা'ওয়াতি সফর, আলোচনা সভা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১১ জুলাই ২০২৫ শুক্রবার হাকিমপুর উপজেলার ১৫টি মসজিদে জেলা শুব্বানের দায়িত্বশীল দাঈ'গণ খুতবাহ্ প্রদান করেন। জেলার সাবেক সভাপতি ও জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি শায়েখ আব্দুর রহমান ইমরান মাদানী-এর নেতৃত্বে কার্যক্রমটি সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

এছাড়া ১৫টি মসজিদে ডাঙ্গাপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, চণ্ডিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সরঞ্জা গাড়ি জামে মসজিদ, পাউশ গাড়া জামে মসজিদ, মহারা পাড়া নতুন জামে মসজিদ, ছোট ডাঙ্গাপাড়া জামে মসজিদ, বিশা পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাঙ্গাপাড়া বাজার জামে মসজিদ, ডেলুপাড়া জামে মসজিদ, হরেকৃষ্ণপুর জামে মসজিদ, চেংগ্রাম কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সাতকুড়ি রেলগেট জামে মসজিদ, বরচড়া জামে মসজিদ, মহারা পাড়া পুরাতন জামে মসজিদ, সাতকুড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন যথাক্রমে–

শায়েখ আব্দুর রহমান ইমরান মাদানী, শায়েখ এনামুল হক মাদানী, হাফেজ মো. রাশেদুল ইসলাম, বোরহান উদ্দীন, আরিফুল ইসলাম, শায়েখ মোয়াজ্জেম হোসাইন, শায়েখ

তাওহিদ বিন ইব্রাহিম, শায়েখ আজহারুল ইসলাম, শায়েখ হাশেম আলী, শায়েখ শামীম হোসেন, শায়েখ সুলাইমান বিন রফিকুল ইসলাম, শায়েখ জাবেদ, মিজানুর রহমান, শায়েখ রাশেদুল ইসলাম, শায়েখ নাহিদ বিন বেলাল।

বাদ 'আসর ডাঙ্গাপাড়া সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা মসজিদে আলোচনা সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মো. আজিজার রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইমরান মাদানী, এবং উপস্থিত ছিলেন হাকিমপুর উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মো. মোফাজ্জল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় শায়েখ মো. ইসমাইল হোসেনকে আহ্বায়ক এবং তানজিমুল ইসলাম তুহিনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় শুব্বান কর্তৃক ঘোষিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও মসজিদে মোট ৬০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে এ কর্মসূচি কবুল হওয়া এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে জমঈয়ত আহলে হাদীস ও শুব্বানের আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত আহলে হাদীস ও শুব্বানের উদ্যোগে সম্প্রতি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছনপাড়া বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদ শাখার মাসিক আলোচনা : ৯ আগস্ট, শনিবার, বাদ মাগরিব, পাঁচরুখী এলাকার ছনপাড়া বাসস্ট্যান্ডে জামে মসজিদ শাখা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে প্রথম মাসিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সদস্য আলহাজ্ব আ. মতিন ভূঁইয়া। কুরআন তিলাওয়াত করেন মাসজিদের ইমাম শাইখ আশিকুর রহমান।

সঞ্চালনা করেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ রমাযান মিয়া। প্রধান আলোচক ছিলেন নরসিংদী জেলা জমঈয়ত আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ হাফেয হাফিজুর রহমান।

নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান : ৩১ আগস্ট, রবিবার, বাদ মাগরিব, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান সভাপতি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী।

প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল হাদী, বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ এবং উদ্বোধক ছিলেন নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ জাহাঙ্গীর মিয়া।

প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও মিডিয়া সম্পাদক শাইখ মাসউদুল আলম উমরী।

আলোচনার শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সংবর্ধনা স্মারক প্রদান করা হয়।

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী?

তাহলে নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানেময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন। আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর। আসুন! আমরা সচেতন হই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ***পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ***

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিঃ) বলেন :

«إذا صح الحديث فهو مذهبي».

"*কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।*" (ইবনু আ'বিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃ: এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃ:, শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃ:)

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।"

(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

টেস্টিং সল্ট : স্বাদের মোহ না স্বাস্থ্যঝুঁকি?

বর্তমানে রান্নায় অতিরিক্ত স্বাদ আনতে 'টেস্টিং সল্ট' বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) ব্যবহারের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড এবং চাইনিজ খাবারে এর ব্যবহার প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠেছে। তবে এটি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ওঠছে- MSG কি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (FDA) MSG-কে "সাধারণভাবে নিরাপদ" (Generally Recognized As Safe - GRAS) ঘোষণা করলেও এটি নিয়ে বিতর্ক একেবারে থেমে নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, MSG ব্যবহারে যেমন রয়েছে স্বাদের অতিরিক্ততা, তেমনি কিছু দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকিও অবহেলা করা যায় না।

বিশেষজ্ঞদের মতামতে "MSG একটি অনুমোদিত ফ্লেভার এনহ্যান্সার, তবে অতিরিক্ত ব্যবহারে এটি শরীরের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেকেই খাওয়ার পর মাথাব্যথা, দুর্বলতা বা বুক ধড়ফড় করার মতো উপসর্গে ভোগেন। শিশুদের জন্য এটি একেবারেই নিরুৎসাহিত করি।"

"MSG শরীরে গ্লুটামেট নামক এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার বাড়িয়ে দেয়, যা ব্রেইনের এক্সসাইটেবল রেসপন্স তৈরি করে। এটি এক প্রকার 'স্বাদের ফাঁদ'। স্বাভাবিক খাবারকেও খুব সুস্বাদু মনে হয়, ফলে মানুষ অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতায় পড়ে যায়।"

ডা. রাফি আনোয়ার, নিউট্রিশন স্পেশালিস্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস : "MSG সরাসরি বিষ নয়, তবে এটি যাদের অ্যালার্জি বা সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, ঘাড়ে চাপ, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। এসব লক্ষণকে বলা হয় 'MSG Symptom Complex'।"

MSG-এর সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

➪ মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন।

➪ বুক ধড়ফড় বা হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন।

➪ ঘাড় বা পেশিতে চাপ।

➪ দুর্বলতা ও ক্লান্তি।

➪ অতিরিক্ত খাওয়ার ইচ্ছা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, MSG-তে শরীরে সোডিয়াম প্রবেশ করে অতিরিক্ত পরিমাণে, যা উচ্চ রক্তচাপ বা কিডনির সমস্যার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে, বিশেষ করে যারা আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন।

বিকল্প সুপারিশ : MSG ছাড়া স্বাদ আনতে পুষ্টিবিদরা নিচের প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

➪ টমেটো, মাশরুম, সয়া সস।

➪ রসুন, আদা, পেঁয়াজ।

➪ লেবু রস বা টক দই।

MSG ব্যবহারে তাৎক্ষণিক কোনো বিপদ না থাকলেও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এটি যথাসম্ভব কম ব্যবহার করাই শ্রেয়। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী নারী, উচ্চরক্তচাপ বা অ্যালার্জিপ্রবণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সচেতনতা জরুরি।

স্বাদ নিয়ে যতই মোহ থাকুক, স্বাস্থ্যবিধি ও সচেতনতা যেন কোনোভাবেই কমে না যায় –এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

খাবারে স্বাদ আনার পাশাপাশি পুষ্টিমান ও নিরাপত্তাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র মুখের স্বাদের জন্য যদি স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়, তাহলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ⊠

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে- তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।

(ইবনু হিব্বান- মা. শা., হা. ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা. শা., হা. ১৬৬১)

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***নামাযে সূরা আল ফাতিহার শুরুতে সশব্দে 'বিস্‌মিল্লাহ্...' পাঠ করার হুকুম কী?*** *আব্দুল হামীদ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।*

জবাব : প্রাধান্যযোগ্য মতে সশব্দে 'বিস্‌মিল্লা-হ..' পাঠ করা উচিত নয়। সুন্নাত হচ্ছে নিরবে পাঠ করা। কেননা 'বিস্‌মিল্লা-হ...' সূরা আল ফাতিহার অংশ নয়। কিন্তু কখনো যদি সশব্দে তা পাঠ করে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, কখনো সশব্দে 'বিস্‌মিল্লা-হ...' পাঠ করা উচিত। কেননা নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কখনো সশব্দে 'বিস্‌মিল্লা-হ...' পাঠ করতেন"। ***(সুনান আন্ নাসায়ী- কিতাবুল ইফতিতাহ, হা. ৯০৪; ইবনু হিব্বান- হা. ১৭৮৮; ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ৪৯৯; দারকুত্বনী- ১/৩০৫ এবং বায়হাক্বী- ২/৪৬, ৫৮)***

জিজ্ঞাসা (০২) : ***এক লোকের ফজরের এক রাক'আত নামায ছুটে গেছে। এখন বাকী রাক'আতে সে কি সশব্দে কিরাআত পাঠ করবে না-কি নীরবে পাঠ করবে?*** *সুয়াইব খান সরিষাবাড়ি, জামালপুর।*

জবাব : বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন। তবে উত্তম হচ্ছে নীরবে পাঠ করা। কেননা জোরে পাঠ করলে অন্যান্য মুসল্লিদের নামাযে অসুবিধা হতে পারে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***গোসল ফরয অবস্থায় কি হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি যবেহ করা যাবে?*** *হাসানুজ্জামান পাংশা, রাজবাড়ি।*

জবাব : যবেহ করার সময় যেহেতু মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জরুরি, তাই পবিত্র অবস্থায় থাকা ভালো। কিন্তু বিনা ওযুতে কিংবা নাপাক অবস্থায় পশু যবেহ করলে তা বৈধ হবে এবং যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়াও হালাল হবে। মোটকথা স্ত্রী-সহবাস বা অন্য কোনো কারণে গোসল ফরয হলে গোসল করার আগে পশু-পাখি যবেহ করা নাজায়িয নয়।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে এ ধরনের মানুষকে কিভাবে বুঝানো সম্ভব?*** *শফিকুর রহমান সপুরা, রাজশাহী।*

জবাব : যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনীমাত্র, সে কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالُوْا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ﴾

"তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফ্‌রের কারণে শাস্তি আস্বাদন করো।" *(সূরা আল আন'আম : ২৯-৩০)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ○ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ○ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ ○ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوْ الْجَحِيْمِ ○ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ﴾

"সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, এটা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না; বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" *(সূরা আল মুত্বাফ্‌ফিফীন : ১০-১৭)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا﴾

"বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।" *(সূরা আল ফুরক্বা-ন : ১১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" *(সূরা আল-'আনকাবূত : ২৩)*

যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলগুলো দিয়ে বুঝাতে হবে। কারণ, এ দু'টি মূলনীতির মধ্যেই সমস্ত নাস্তিক-মুলহিদের আপত্তির জবাব রয়েছে। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ : ওমানের ইসলামী স্থাপত্যের মহাকাব্য

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

ওমানের রাজধানী মাসকাটে দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন– সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ। এটি শুধু একটি মসজিদ নয়, বরং ইসলামী শিল্প, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। মসজিদের গম্ভীর গাম্ভীর্য ও শৈল্পিক নকশা প্রথম দেখাতেই যেকোনো দর্শককে মুগ্ধ করে।

নির্মাণের সূচনা : ১৯৯২ সালে ওমানের তৎকালীন শাসক সুলতান কাবুস বিন সাঈদ তার দেশকে একটি জাতীয় মসজিদ উপহার দেয়ার স্বপ্ন দেখেন। তিনি চেয়েছিলেন, এটি হবে এমন একটি মসজিদ যেখানে শুধু নামাযই নয়, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোও ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক নকশা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অবশেষে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয় বিশাল মসজিদটির নির্মাণকাজ, যা টানা ছয় বছর সাত মাসের নিরলস প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়। ২০০১ সালের মে মাসে মসজিদটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেয়া হয় –এটি ছিল সুলতানের ৩০ বছরের রাজত্ব উদযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্থাপত্য ও শৈলী : মসজিদটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ৩ লাখ টন ভারতীয় বালু-পাথর। পুরো নকশায় দেখা যায় ওমানি ঐতিহ্য, আরবীয় বৈশিষ্ট্য এবং সমসাময়িক ইসলামী স্থাপত্যের এক অনন্য মিশ্রণ।

মসজিদের মূল গম্বুজটির উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার, আর পাঁচটি মিনারের মধ্যে প্রধান মিনারটির উচ্চতা ৯০ মিটার। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরতেই পাঁচটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

আয়তন ও ধারণক্ষমতা : মসজিদের মোট আয়তন প্রায় ৪ লাখ ১৬ হাজার বর্গমিটার, যার মধ্যে মূল প্রার্থনা হলেই একসাথে ৬ হাজার ৬০০ জন মুসল্লি নামায আদায় করতে পারেন। নারীদের জন্য রয়েছে আলাদা নামায হল, যেখানে প্রায় ৭৫০ জন স্থান নিতে পারেন। বাইরের আঙিনা এবং করিডোরসহ মসজিদের সর্বমোট ধারণক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ২০ হাজার জন।

অভ্যন্তরের সৌন্দর্য : মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করলে প্রথমেই নজর কাড়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হস্তনির্মিত কার্পেট –যা ইরানের প্রায় ৬০০ জন শিল্পীর হাতে চার বছর ধরে তৈরি হয়েছিল। এর আয়তন প্রায় ৪ হাজার ৩৪৩ বর্গমিটার এবং এতে বোনা হয়েছে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন গিঁট।

প্রধান নামায হলে ঝুলছে এক বিশাল ঝাড়বাতি, যার উচ্চতা ১৪ মিটার এবং ওজন প্রায় ৮.৫ টন। ঝাড়বাতিটি তৈরি হয়েছে সোয়ারোভস্কি ক্রিস্টাল দিয়ে এবং এতে ব্যবহৃত হয়েছে ১ হাজারেরও বেশি বাতি। এর পাশাপাশি পুরো মসজিদে রয়েছে আরো ৩০টির বেশি ছোট-বড় ঝাড়বাতি, যা রাতের বেলা মসজিদকে আলোয় ভরে তোলে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা : এই মসজিদ কেবল নামাযের স্থান নয়; বরং জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। মসজিদের ভেতরে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে ২০ হাজারের বেশি বই –ইসলামী শিক্ষা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন পর্যন্ত নানা বিষয়ে।

অমুসলিম দর্শনার্থীদের জন্যও মসজিদ নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকে, যাতে তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন। তবে সবার জন্যই শালীন পোশাকের নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক।

পর্যটন ও বৈশ্বিক স্বীকৃতি : আজ সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ ওমানের অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। প্রতি বছর হাজারো দর্শনার্থী মসজিদটি দেখতে আসেন। এর স্থাপত্য সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক আবহ ও অনন্য কারিগরি দক্ষতা পর্যটকদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। বিশ্বজুড়ে এটি 'মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্য রত্ন' নামে খ্যাত।

উপসংহার : সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ নিছক একটি মসজিদ নয় –এটি একদিকে ওমানের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতীক, অন্যদিকে আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যের এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। এর গৌরবময় ইতিহাস, বিশাল কার্পেট, ঝলমলে ঝাড়বাতি, আর প্রশস্ত প্রার্থনাস্থল সবকিছু মিলিয়ে মসজিদটি যেন শান্তি, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সমাহার। ☒

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (সেপ্টেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০২	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ২৫	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১
০৪	০৪ : ২৫	০৫ : ৪১	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ৩০
০৫	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১২	০৭ : ২৯
০৬	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১১	০৭ : ২৮
০৭	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ১০	০৭ : ২৭
০৮	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৪	০৬ : ০৯	০৭ : ২৬
০৯	০৪ : ২৮	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৫
১০	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১১	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১৩	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
১৪	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
১৫	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
১৬	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	০৩ : ২০	০৬ : ০১	০৭ : ১৭
১৭	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
১৮	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
১৯	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৩
২০	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২১	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৬	০৭ : ১১
২২	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৫	০৭ : ১০
২৩	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৪	০৭ : ০৯
২৪	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৬	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৮
২৫	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৬	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭
২৬	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫১	০৭ : ০৬
২৭	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৪	০৫ : ৫০	০৭ : ০৫
২৮	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৪
২৯	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৩
৩০	০৪ : ৩৬	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৭	০৭ : ০২

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice